POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَلَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِيۡظَ الۡقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ ۖ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِى الۡاَمۡرِ ۚ (آل عمران:160)

বস্তুত আল্লাহ্‌র তরফ হইতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাহাদের প্রতি সদয়-চিত্ত হইয়াছ. যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর-চিত্ত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। অতএব, তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (শাসন) কার্যের ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর।

(আলে ইমরান:১৬০)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

সংখ্যা 49

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 5 ডিসেম্বর, 2019 7 রবিউস সানি 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ অর্থাৎ খোদা তা'লাই সেই সত্তা যিনি পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গুণাবলীর আধার, আর সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত, তিনিই উপাসনার যোগ্য। তাঁর সত্তাই মূর্তিমান প্রমাণ। কেননা তাঁর জীবিত থাকা ও চিরঞ্জীব থাকা কারো মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর সত্তা ছাড়া কারো মাঝেই এমন গুণাবলী নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মানুষের অস্তিত্বলাভের উদ্দেশ্য

নফসে মুতমাইন্নাহ বা শান্তি প্রাপ্ত আত্মার লক্ষণ হল বাহ্যিক কোনও প্রণোদনা ছাড়াই এটি এমন রূপধারণ করে যে তা খোদা ছাড়া থাকতে পারে না। আর এটিই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, যা প্রত্যেক মানুষের কাম্য। একজন কর্মহীন ব্যক্তি শিকার, দাবা, তাস ইত্যাদি বিনোদনের প্রতি আসক্ত থাকে। কিন্তু অপরদিকে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা যখন নিজেকে প্রত্যেক অবৈধ ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দদায়ক কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে যা অধিকাংশ সময় মানুষকে দুঃখ দেয়, তবে কেনই বা সে সেই জগতের আকাঙ্খা পোষণ করবে যা সে পেছনে ফেলে এসেছে? এই কারণে কেবল খোদার সঙ্গেই ভালবাসা থাকে। এই বিষয়টিও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ভালবাসা দুই প্রকারের। এক হল নিঃশর্ত ভালবাসা, অপরটি উদ্দেশ্য জনিত, কিম্বা বলা যেতে পারে, এর কারণ হল কতিপয় ক্ষণস্থায়ী বিষয়, যেগুলি দূরীভূত হতেই সেই ভালবাসাও নিরুত্তাপ হয়ে দুঃখ-কষ্টে পর্যবসিত হয়। কিন্তু নিঃশর্ত ভালবাসা প্রশান্তি এনে দেয়। মানুষ যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে খোদার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, যেরূপ তিনি বলেন- مَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ (আয যারিয়াত, আয়াত: ৫৭)। (অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি) তাই খোদা তা'লা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু অজ্ঞাত উপাদান রেখেছেন যেগুলির কারণে সে তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়। কাজেই মানুষ যখন কৃত্রিম এবং প্রদর্শনকামী ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা ত্যাগ করে, যা পরিশেষে তাকে দুঃখ-বেদনাই দিয়ে থাকে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে খোদার প্রতি উৎসর্গিত হয়। আর যেহেতু কোনও দূরত্ব থাকে না, তাই সে খোদার দিকেই ধাবিত হয়। অতএব یٰۤاَیَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّةُ এই আয়াতে এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। খোদার মানুষকে আহ্বান করার অর্থ হল মধ্যবর্তী যবনিকার পতন ঘটা আর কোনও ব্যবধান না থাকা। প্রশান্তি প্রাপ্তিই মুত্তাকির পরম মর্যাদা। কুরআন করীম অন্যত্র প্রশান্তি প্রাপ্তির নাম দিয়েছে সফলতা এবং অবিচলতা আর اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ আয়াতে এই অবিচলতা, প্রশান্তি বা সফলতার প্রতিই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যা 'মুস্তাকিম' শব্দটি থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান।

অলৌকিক নিদর্শনসমূহ

একথা সত্য যে, খোদা তা'লা কোনও কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপ্রাকৃতিক পন্থা গ্রহণ করেন না। বস্তুত, তিনিই তিনিই তো উপকরণসমূহের স্রষ্টা, আমরা সেগুলি সম্পর্কে অবগত থাকি বা না থাকি, উপকরণ অবশ্যই রয়েছে। এই কারণে 'শাক্কুল কামার' (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া) বা كُوۡنِیۡ بَرۡدًا وَّسَلٰمًا (আম্বিয়া, আয়াত: ৭০) (আগুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়া)-এর নিদর্শনগুলি উপকরণবিহীন নয়, বরং সেগুলিও কতিপয় অপ্রকাশিত উপকরণের পরিণাম, পক্ষপাতশূন্য বিজ্ঞানও যার সমর্থন করে। অপরিণামদর্শী ও অন্ধকারময় দর্শনের অনুরাগীরা এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে না। আমি আশ্চর্য হই যে, যেখানে এ বিষয়টি স্বীকৃত সত্য যে তথ্য-প্রমাণ না থাকা কোনও বিষয়ের অবিদ্যমানতার দলিল হতে পারে না। সেক্ষেত্রে নির্বোধ দার্শনিকরা এই অলৌকিক নিদর্শনসমূহের কারণগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও সেই নিদর্শনগুলিকেই অস্বীকার করার ধৃষ্টতা কেন দেখায়? আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে তাঁর কোনও প্রিয় বান্দাকে সেই কারণগুলি সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। কিন্তু এটি আবশ্যক নয়। দেখ, মানুষ যখন নিজের জন্য বাড়ি তৈরী করে, তখন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি গৃহ প্রবেশ ও নির্গমণের জন্য যে একটি দরজার প্রয়োজন, সেটিও তার বিবেচনায় থাকে। যদি বেশি পরিমাণ আসবাব-পত্র, হাতি-ঘোড়া, গাড়িও থাকে, তবে সেই অনুপাতে প্রত্যেক জিনিসের যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত দরজা তৈরী করবে, তখন নিশ্চয় সে সাপের গর্তের মত ছোট্ট কোনও দরজা তৈরী করবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মের উপর ব্যপক ও গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে আমরা জানতে পারব যে, তিনি মাখলুককে সৃষ্টি করার পর চান নি যে তাঁর সৃষ্টি দাসত্ব থেকে অবাধ্য হয়ে তারা খোদার প্রতিপালন সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক। রাবুবিয়াত উবুদিয়াতকে কখনও দূর করার অভিপ্রায় রাখে না। প্রকৃত দর্শন হল এই যে, যারা উবুদিয়াত বা খোদার দাসত্বকে স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের অধিকারী বলে মনে করে, তারা চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছে। খোদা তাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেন নি। আমাদের প্রত্যেকের জ্ঞান, চিন্তাধারা ও বিবেক-বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন মান, এবং প্রত্যেকটি বিষয়কে যথার্থরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম না হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, উবুদিয়াত বা খোদার দাসত্ব প্রভুপ্রতিপালকের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। আমাদের দেহের প্রতিটি অণু ফিরিস্তা সদৃশ। (যেগুলি খোদার প্রতি অনুগত)। যদি এমনটি না হত তবে ঔষধ, এমনকি দোয়ার নীতিই অনর্থক ও নিষ্প্রাণ বলে প্রতিপন্ন হত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৬-৯৯)

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

নারীদের সম্পর্কে আমাদের প্রিয় ধর্মের শিক্ষার মধ্যে পর্দার নির্দেশটি হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলাম নারীর সম্মান, শ্রদ্ধা ও অধিকারের সব থেকে বড় ধ্বজাবাহক। লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ আর এই লজ্জাশীলতাই নারীর সম্পদ। তাই সব সময় শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধন করন। সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু কুরআন মজীদে পর্দার আদেশ দিয়েছেন, তাই এর অবশ্যই কোনও কোনও গুরুত্ব রয়েছে। নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও যদি কোনও বিবাহ-অনুষ্ঠানাদি থাকে, তবে সেখানেও এমন পোশাক পরে যাওয়া উচিত নয় যা অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে বা যার দ্বারা শরীর প্রদর্শিত হয়। ইসলামি প্রথা ও ঐতিহ্য মেনে চলা এবং জগতের দৃষ্টি এড়িয়ে চলার মাধ্যমেই আপনাদের পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকবে।

ভারতের লাজনা ইমাউল্লাহ্ সালানা ইজতেমা (২০১৯ সাল) উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বার্তা

ভারতের লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র প্রিয় সদস্যাবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমুতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহুহ।

আমি একথা জেনে বড় আনন্দিতহলাম যে, আপনারা এবছরও নিজেদের বাৎসরিক ইজতেমার আয়োজন করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ তা'লা এটিকে সার্বিক সাফল্য দান করুন। আমীন।

এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। আমার বার্তা এই যে, আপনারা সেই সমস্ত মহিলা যারা খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে যুগের ইমামকে মান্য করেছেন এবং তাঁর পরে খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে এর আশিসরাজি লাভ করছেন। আপনাদেরকে যুগ খলীফার দিক-নির্দেশনায় ইসলামী শিক্ষামালাকে গোটা পৃথিবীকে পরিচিত করতে হবে। এর জন্য জরুরী প্রথমে নিজেকে এবং নিজের সন্তান-সন্ততিকে এই শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে আপনাদের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ইসলামের শিক্ষা প্রচারে সহায়ক হয়।

নারীদের সম্পর্কে আমাদের প্রিয় ধর্মের শিক্ষার মধ্যে পর্দার নির্দেশটি হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলাম নারীর সম্মান, শ্রদ্ধা ও অধিকার রক্ষার সব থেকে বড় ধ্বজাবাহক। মহিলাদেরকে পর্দা করতে বলা বা এর নির্দেশ দেওয়া কোনও জবরদস্তি নয়। বরং তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। এর বিপরীতে ইসলামের বিরুদ্ধশক্তিগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসলমানদের মধ্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে শেষ করে দেওয়ার। সবসময় স্মরণ রাখা উচিত, যদি মুসলামানেরা, বিশেষ করে আহমদী মুসলমান পুরুষ ও মহিলারা উভয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করে, তবে আমাদের রক্ষা পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অন্যদের থেকে বেশি আমরা আল্লাহ তা'লার শাস্তির কবলে পড়ব, কেননা আমরা সত্যকে জেনেছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে চিনেছি, তা সত্ত্বেও আমল করি নি।

লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ আর এই লজ্জাশীলতাই নারীর সম্পদ। তাই সব সময় শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করুন। সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ তা'লা যেহেতু কুরআন মজীদে পর্দার আদেশ দিয়েছেন, তাই এর অবশ্যই কোনও গুরুত্ব রয়েছে। মায়েরা নিজেদের পুণ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুক, কন্যা-সন্তানদের মধ্যে ছোট থেকেই এর অভ্যাস গড়ে তুলুক, এটিই কাম্য। যেমন মেয়েরা যৌবনে উপনীত হওয়ার সময় তাদের পরনের কোট যেন সব সময় হাঁটুর নীচে পর্যন্ত থাকে। কোট এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যা তাদের সমস্ত শরীরকে আবৃত রাখে, এটি কেবল ফ্যাশনসর্বস্ব যেন না হয়। বাহু যেন দীর্ঘ হয়। নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও যদি কোনও বিবাহ-অনুষ্ঠানাদি থাকে, তবে সেখানেও এমন পোশাক পরে যাওয়া উচিত নয় যা অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে বা যার দ্বারা শরীর প্রদর্শিত হয়। ইসলামি প্রথা ও ঐতিহ্য মেনে চলা এবং জগতের দৃষ্টি এড়িয়ে চলার মাধ্যমেই আপনাদের পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকবে।

একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন: হযরত আসমা বিনতে আবু বাকার আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন, যাঁর পরিধানে ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র। আঁ হযরত (সা.) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অর্থাৎ এদিক ওদিক দেখার চেষ্টা করেন এবং বলেন, হে আসমা! মেয়েরা যখন যুবতী হয়ে ওঠে তখন তার হাত ও মুখ ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশ প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। একথা বলার সময় তিনি নিজের হাত ও মুখের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন।

অতএব নারীদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য, মাথা এবং মুখ ঢেকে রাখে আর নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখে। কাজেই প্রত্যেক আহমদী মহিলাকে এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত।

এছাড়াও অধুনা বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে অনেক নিত্যনতুন মাধ্যম রয়েছে। যেমন ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, সমাজমাধ্যম ইত্যাদি। এগুলি মানুষের সময়ের অপচয় করে এবং অসৎ চিন্তাধারার জন্ম দেয়। আহমদী মায়েদের উচিত নিজেরাও যেন বিরত থাকে এবং সন্তানদেরকে এর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করে। অনুরূপভাবে যদি টিভিতেও কোনও অভব্য অনুষ্ঠান দেখা হচ্ছে, তবে মায়েদের দায়িত্ব হল তেরো বা তদোর্দ্ধ বয়সের মেয়েদেরকে এই সব অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখা। আপনারা আহমদী আর আহমদীদের চরিত্র অনন্য হতে হবে, যাতে বোঝা যায় এরা আহমদী সন্তান।

ইসলাম প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলাকে শিক্ষা অর্জনের আদেশ দেয়। কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে আহমদী ছাত্রীরা নিজেদের অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগ দিক। মেয়েরা কেবল মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখুক। তবলীগি সম্পর্কও মেয়েদের সাথেই হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে এম.টি.এ থেকে নিজেরাও উপকৃত হন এবং অন্যদেরকেও এর থেকে উপকৃত হওয়ার উপদেশ দিন।

অতএব প্রত্যেক আহমদী মহিলাকে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে এবং এই চেতনাবোধ থাকতে হবে যে আমরা আহমদী, অন্যদের সাথে আমাদের পার্থক্য রয়েছে। স্মরণ রাখবেন, আজকের মেয়েরা ভবিষ্যতের মা। যদি এই মেয়েদের মধ্যে নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পকে সচেতনতা তৈরী হয়, তবেই আহমদীয়াতের ভবিষ্যত প্রজন্মও সুরক্ষিত থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে আমার এই উপদেশাবলী মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম খাকসার
মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেররক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন।

অশেষ কল্যাণের সমাহার এই জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যেন অবশ্যই আসে যারা পাথেয় বহন করার ক্ষমতা রাখে। তারা যেন প্রয়োজন মত শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে আনে আর আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পথে তুচ্ছ তুচ্ছ বাধাকে গ্রাহ্য না করে। খোদা তা'লা নিষ্ঠাবানদের প্রতি পদে সওয়াব দান করেন। তাঁর পথে কোনও পরিশ্রম ও কাঠিন্য বিফলে যায় না। আর পুনরায় একথা লেখা হচ্ছে যে, এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তত করে রেখেছেন, যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।"

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকারে তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান কর। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন তাদের বক্ষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করার জন্য উন্মোচিত হয় আর তারা ইসলাম গ্রহণকারীও হয়।

পরিতাপের বিষয় এই যে জগতবাসীকে ইসলামের চিত্র দেখানো হয় না.... আপনাদের মসজিদে আমি আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি।

আপনাদের জামাত কেবল আহমদীদের প্রতিই নয় বরং অন্যদের প্রতিও উত্তম আচরণ করে।

(ডেনি হারকিনিক)

মুসলমানেরা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল নয়, আপনাদের খলীফার কাছ থেকে এদের শেখা উচিত। .... জীবনে আমি এই প্রথম ইসলামের এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী শুনলাম। আপনারাই প্রকৃত মুসলমান

বিশ্বজনীন ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সম্প্রীতির যে ধারণা জামা'তের ইমাম তুলে ধরেছেন বর্তমানে পৃথিবী যারপর নাই এর মুখাপেক্ষী। (মালির ইউনেস্কোর রাষ্ট্রদূত)

যদি পৃথিবীতে সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যা জামাতের ইমাম পেশ করছেন,তবে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে।

ইসলামের এই শাখাটি শান্তি প্রিয়, এটিই ইসলামের প্রকৃত চিত্র, এটি এমন ইসলাম যার মধ্যে মানবতার প্রতি প্রেম ও করুণা রয়েছে। খলীফার কথা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে এটি এক অসাধারণ জামাত।

জামাত আহমদীয়া সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রতাবাদের বিরুদ্ধে তরবারির ভুমিকা নিতে পারে।

আজ পর্যন্ত আমি ইসলামের খোদার উপর এমন গভীর ও ব্যাপক বিশ্লেষণ শুনি নি যা খোদার একত্ববাদের পূর্ণ দাবির সঙ্গে এই এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, দেশ এবং সমাজের পালনকর্তা খোদাকে আখ্যায়িত করে। (ক্যাথলিক চার্চে পাদ্রী)

চার্চ বহু প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়, অপর দিকে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যথাসম্ভব সমস্ত প্রশ্ন ও আপত্তিসমূহের একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিয়েছেন এবং এতে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে।

এর পূর্বে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান ছিল তা ইসলামের সঠিক চিত্রকে তুলে ধরে না। তাই আজকের সন্ধ্যা আমার জন্য ইতিবাচক ও শান্তিপূর্ণ এক বার্তা এনেছে।

যে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী তিনি দিয়েছেন তার উৎস ছিল কুরআন। তিনি নিজের অবস্থানের সপক্ষে কুরআনের সমর্থন এবং ইসলামের প্রবর্তক বর্ণিত বাণী বর্ণনা করেছেন। যদিও এই এর বিষয়বস্তু নতুন ছিল, বর্তমান যুগের জন্য প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু খলীফা নিজের অবস্থানের সমর্থনে ইসলামের প্রাচীন উৎসকে উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে প্রথম দিন থেকেই ইসলাম এবং কুরআন করীম ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে মানুষের প্রতি সহানুভুতি, শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা উপর।

ইমাম জামাত বর্তমান যুগের নাড়ি ধরতে পেরেছেন। কাজেই যেহেতু তিনি সঠিক রোগনির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন, তাই তাঁর প্রস্তাবিত চিকিৎসাতেই সমাজের অশান্তি ও অরাজকতার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

ওসৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মার্ন থেকে প্রদত্ত ১ নভেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১ নবুয়্যত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:সম্প্রতি আমি ইউরোপের কিছু দেশ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম যেখানে দু'টি দেশ তথা হল্যান্ড এবং ফ্রান্সের সালানা জলসাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন মসজিদ উদ্বোধন এবং অ-আহমদীদের সাথে অন্য কিছু অনুষ্ঠানও হয়েছে। ফ্রান্সে ইউনেস্কো'র ভবনে অনুষ্ঠান হয়, সেখানকার

ব্যবস্থাপকরা এই অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেছিল আর তাদেরকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে মুসলমানদের অবদান উপস্থাপন করারও সু যোগ হয়েছে। ইউনেস্কো ইউএন-এর একটি প্রতিষ্ঠান; যা শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সংস্থার কার্যক্রমের মাঝে, প্রেসের স্বাধীনতা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং উত্তরাধিকারীদের অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজও অন্তর্ভুক্ত। যাহোক, এদের এসব কার্যক্রমের বরাতে ইসলামের শিক্ষা এবং এসব বিষয়ে পূর্ববর্তী মুসলমানদের অবদান ও তাদের ভূমিকা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবদানের বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করেছি। অনুরূপভাবে জার্মানির রাজধানী ও রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র বার্লি নে রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত শ্রেণির সামনে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছি। আর ইউরোপিয়ানদের মন-মস্তিষ্কে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, বিশেষত জার্মানি এবং আরো কতিপয় দেশে এই ধারণা বেশি পাওয়া যায় যে, ইসলাম ইউরোপের সংস্কৃতি ও সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই এসব স্থানে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঠিক নয় আর প্রবেশের যোগ্যতাও রাখে না; অধিকন্তু ইসলাম ইউরোপের জন্য হুমকি স্বরূপ! এই বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার আলোকে বক্তব্য রেখেছি। সেখানে শিক্ষিতশ্রেণী, রাজনীতিবিদ এবং কতিপয় কূটনীতিবিদও উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপর এর বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে আর তারা এর বহিঃপ্রকাশও করেছেন। একইভাবে অন্যান্য অনুষ্ঠানেও ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরার সুযোগ আল্লাহ তা'লা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিটি স্থানে আল্লাহ তা'লার কৃপারাজি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কতক অ-আহমদী যেসব মনোভাব বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সেগুলো থেকে গুটিকতক আমি এখন সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করব যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি স্থানে তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা অনুধাবন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান বদ্ধমূল ধারণা দূর করার সুযোগ লাভ করেছে।

হল্যান্ড-এ সালানা জলসার দ্বিতীয় দিন ডাচ অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানেরও সুযোগ হয়েছে। সেখানে ১২৫ জন অমুসলিম ডাচ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। নূনস্পিট, যেখানে আমাদের কেন্দ্র অবস্থিত, সেখানকার কাউন্সিলর সেখানে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, অনেক দিন পূর্বে আমি এখানে আসা (অর্থাৎ আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রাখা) পছন্দ করতাম না, কিন্তু কালের প্রবাহে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়। (হুযূর বলেন, আমি যখন সেখানে যাই তখন আমাকে স্বাগত জানানোর জন্যও তিনি এসেছিলেন)। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তব্য এর আগেও শুনেছি, পুনরায় শুনতে চাচ্ছিলাম। তিনি যেসব কথা বলেছেন আমি তাতে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। কেননা, এ থেকে মনে হয়, আমাদের পরস্পরের মাঝে এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে আর আপনারা (অর্থাৎ সেখানকার জামা'তের সদস্যরা) সমাজের একটি সক্রিয় অংশ আর এই জলসায় অংশগ্রহণ করে সেই সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে।

একইভাবে, সেখানকার রোটারড্যাম শহর থেকে আগত একজন অতিথি হাইমেন মিটার সাহেব বলেন, জলসায় আসার আগে আমি আশঙ্কাগ্রস্ত ছিলাম যে, এই সম্মেলনে মুসলমানরা একত্র হচ্ছে, জানি না কী হয়! কিন্তু এখানে এসে শান্তির কথা বলা হচ্ছে দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাঁর (অর্থাৎ খলীফার) বক্তৃতায় যে বিষয়টি আমার ভালো লেগেছে তা হলো, তিনি খুব বীরত্বের সা থে কথা বলেছেন। তিনি তার আহমদী বন্ধু কে আরো বলেন, পোপ সাধারণত শান্তির কথা বলেন, কিন্তু আপনাদের খলীফা খোলাখুলিভাবে শক্তিধর জাতিগুলোকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন।

এরপর এক ডাচ দম্পতি এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা বলেন, জলসার পরিবেশ বিস্ময়কর ছিল। সবাই উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন আর মনে হচ্ছিল, জান্নাতপ্রতীম একটি পরিবেশ। (হুযূর বলেন,) আমার বক্তব্যের বিষয়ে তারা বলেন, আমাদের ওপর এই বক্তৃতা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, আর অনুবাদকরাও খুব প্রভাবিত করেছেন, বক্তৃতার সমান্তরালে উত্তম অনুবাদ করা হচ্ছিল। এটা অনুবাদকদের ওপর নির্ভর করে যে, তারা কীভাবে বিষয় বর্ণনা করছে। তাই আমাদের অনুবাদ বিভাগেরও ভাল অনুবাদের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এম টি এ তে তো করেই থাকে, কিন্তু বিভিন্ন দেশেও যখনই কোন অনুষ্ঠান বা জলসা হয় তখনও সঠিকভাবে অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।

ডেনি হারকিং নামে এক ভদ্রলোক জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার সম্পর্ক শিক্ষকতার সাথে। চার বছর পূর্বে আমি একটি প্রতিষ্ঠানে ডাচ ভাষা পড়ানো আরম্ভ করি। সেখানে এক পাকিস্তানি পরিবারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারা ভাষা শিখতে আসতো। তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয় আর তাদেরকে আমি সকল প্রকার সহযোগিতা করার আশ্বাস দিই। তাদের সন্তানরাও আমার সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করত। প্রতি সপ্তাহে তারা আমার সাথে কিছুটা সময় অতিবাহিত করত আর সেই শিশুদের কাছ থেকে আমি জামা'ত সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। তিনি আরো বলেন, এখন আমি এখানে এসেছি, আমার খুব ভালো লাগছে। আপনাদের খলীফাও শান্তি ও পারস্পরিক ঐক্যের কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি নিজে খ্রিষ্টান আর দেখতে পাচ্ছি যে, আপনাদের জামা'ত কেবল আহমদীদের সাথে-ই নয় বরং সকল ধর্মের অনুসারীদের সাথে-ই উত্তম আচরণ করে। বিশেষত এক মুসলমান নেতার কাছ থেকে এসব কথা শুনে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি, কেননা বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, খলীফা জগতে বিস্তৃত অশান্তির উল্লেখ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। আমরা পৃথিবীতে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকি আর আমাদের সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর হল্যান্ডের আলমিরে শহরে জামা'ত যথারীতি ২য় মসজিদ নির্মাণ করেছে, এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাথেসম্পর্কযুক্ত কথা। সেখানে আলমিরে চার্চ-এর চেয়ারম্যান হাইও উইতযেল সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের জামা'তের বাণী শান্তির বাণী, আপনাদের খলীফা শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর অনেক সুন্দর বক্তৃতা করেছেন। আলমিরাতে প্রথমে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টেন্টরা মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। এখন আশা করি, আহমদীরাও আমাদের সাথে মিলেমিশে শান্তির সাথে বসবাস করবে। চার্চের প্রতিনিধি হিসেবেও তার কিছু কথা বলার ছিলই, নতুবা সেখানকার স্থানীয়রা মোটের ওপর একই কথা বলে যে, স্থানীয় আহমদীরা আল্লাহ তা'লার কৃপায় খুব মিলেমিশে বসবাস করে আর তারা খুবই শান্তিপ্রিয় লোক।

যাকারিয়া সাহেব নামক একজন আরব অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছে খুব চমৎকার অনুষ্ঠান মনে হয়েছে আর আপনাদের খলীফার বক্তৃতাও আমি শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা যদি শান্তি চাই, তাহলে এই বক্তৃতার ওপর আমাদের আমল করা উচিত। এরপর বলেন, একজন আরব হিসেবে আমি এটিও বলতে চাই যে, আপনাদের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয়েছে যা এসব দেশে বসবাসরত অবস্থায় আমার জন্য এক অদ্ভূত বিষয় ছিল আর আমার কাছে এটি খুব ভালো লেগেছে।

একজন স্থানীয় অতিথি ছিলেন দীনা সাহেবা। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান অতি উত্তমভাবে আয়োজন করা হয়েছে। আমি আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শুনেছি, তা খুবই ভালো ছিল। মহিলাদের জন্যও খুবই ভালো ব্যবস্থা ছিল। আমি প্রথমবার এখানেএসেছি, ভবিষ্যতে আমি পুনরায় মসজিদে আসব এবং জামা'তের মহিলাদের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করব আর আমার পরিচয়ের গণ্ডি বিস্তৃত করব।

আরেকজন স্থানীয় অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো আমি মুসলমানদের এরূপ কোন অনুষ্ঠানে অংগ্রহণ করছি। এখানে আসার পূর্বে আমার এক প্রতিবেশী আমাকে বলেছিল, সতর্ক থেকো, মুসলমানদের কোন বিশ্বাস নেই, কখন কী করে বসে!কিন্তু এখানে এসে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনাদের জামা'তের লোকেরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের যথেষ্ট আতিথেয়তা করেছে।

এরপর আরেকজন স্থানীয় মহিলা এ্যাভলিন সাহেবা বলেন, পরিতাপের বিষয় হলো- ইসলামের এ চিত্র বিশ্ববাসীকে দেখানো হয় না। আপনাদের জামা'তের লোকেরা খুবই পরিশ্রমী ও অতিথিপরায়ণ। আমি আজ প্রথমবার এ মসজিদটি দেখেছি, কিন্তু ভবিষ্যতেও আমি এখানে আসতে চাই, কেননা আপনাদের মসজিদে আমি প্রশান্তি লাভ করেছি।

এরপর ফ্রান্সের সফর করেছি। এধরনের অগণিত মন্তব্য তাদের পক্ষ থেকে

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

ছিল, কিন্তু আমি গুটি কতকের কথা উল্লেখ করেছি। ফ্রান্সে সফরকালে সেখানে জলসা হয়, আর সেখানেও একইভাবে অ-আহমদী ও অমুসলিম অতিথিদের সাথে বৈঠক হয়েছে যাতে প্রায় ৭৫জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন মহিলা অতিথি ছিলেন যিনি পেশাগতভাবে একজন নৃতত্ত্ববিদ। তিনি বলেন, খলীফা যখন এ কথা বলেন যে, তিনি ফ্রান্সে বিভিন্ন সময় সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানান- এ কথা বলার মাধ্যমে তিনি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম ইসলামের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে বুঝা যায় যে, মুসলমানেরা সহজেই পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে। তিনি আরো বলেন, যারা বলে যে, পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের কোন স্থান নেই, মুসলমানরা সেখানে মিলেমিশে থাকতে পারে না, তারা ভুল বলে। এমন লোকদের উচিত আজকের বক্তৃতা শ্রবণ করা।

এরপর ইরানের অধিবাসী এক অ-আহমদী (অতিথি) ছিলেন মুর্তজা সাহেব। তিনি বলেন, আজ প্রথমবারের মতো আহমদীয়া জামা'ত ও খলীফাতুল মসীহ্‌র মর্যাদা উপলব্ধি করেছি। পৃথিবীতে মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার করে থাকে। আপনাদের খলীফা আজ সেই সব আপত্তির দাঁতভাঙা উত্তর দিয়েছেন। মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, তারা তাদের ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান-ই রাখেন না। তাদের উচিত আপনাদের খলীফার কাছে ইসলাম শেখা। মূল কথা হলো যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমেই ইসলামী শিক্ষার সঠিক জ্ঞান লাভ হয়। মুসলমানদের মাঝে যতদিন এ উপলব্ধি জাগবেনা যে, তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করতে হবে ততদিন প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারবে না। যাহোক তিনি বলেন, জিহাদ আসলে কী আর কীভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে- খলীফা আজ তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। খলীফা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন ঘটনা এবং মহানবী (সা.)-এর যেসব ঘটনা তুলে ধরেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আমি আমার জীবনে প্রথমবার এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ইসলামের বাণী শুনতে পেয়েছি।

এরপর মরক্কোর অধিবাসী আরেকজন অ-আহমদী অতিথি সুফিয়ান সাহেব বলেন, আজকের বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনারাই সত্যিকার ও প্রকৃত মুসলমান। আর যারা বলে যে, আপনারা মুসলমান নন, তারা পুরোপুরি ভুল কথা বলে থাকে। মৌলভীরা শৈশব থেকে আহমদীদের সম্পর্কে আমাকে যা শিখিয়েছে তা সবই মিথ্যা ছিল। কিন্তু ফ্রান্সে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মানুষ ভয় পায়। আমরা জানতাম না কীভাবে এর প্রতিবিধান করব আর কীভাবেইবা মানুষের ভয়-ভীতি দূর করব। তিনি বলেন, আজ আপনাদের খলীফা সুনিপুণভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তির অপনোদন করেছেন। (হুযূর বলেন,) আমি যেমনটি বলেছি, এরও (কারণ হলো) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা জানা যায়।

আরেকজন খ্রিষ্টান অতিথি ছিলেন জ্যাকব সাহেব। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের অনুষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন। আপনাদের খলীফা বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব ঘুচিয়ে আনছেন। তিনি আমাদেরকে এটি বুঝিয়েছেন যে, সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। ধর্ম একটি উত্তম জিনিস, যাকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। আপনাদের খলীফা বারবার স্বাধীনতার কথা বলেছেন যা ফ্রান্সের মানুষের জন্য একটি নতুন বিষয়। ইসলাম সম্পর্কে ফ্রান্সের লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান।

অতঃপর আরেকজন মেহমান ছিলেন মেকসিন অনফ্রেয়।তিনি 'থিঙ্ক টেঙ্ক'-এ কাজ করেন। তিনি বলেন, আজকের দিনটি আমার জীবনের একটি প্রিয় দিন যাতে আমি আপনাদের খলীফার কথা সরাসরি শুনেছি। তিনি একান্ত সঠিক বলেছেন যে, আমরা বর্তমানে এমন একটি অন্ধকার যুগ অতিবাহিত করছি যা হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর। এর পাশাপাশি তিনি এটিও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এসব ধর্মের কারণে হচ্ছে না, অধিকন্তু মানুষের ইসলামকে ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। খলীফার এ কথা একেবারেই সঠিক যে, উগ্রপন্থীরা ধর্মকে হাইজ্যাক করেছে এবং সেটিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। আমি এর সাথে একমত। তিনি আরো বলেন, নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমরা কীভাবে একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পারি- ইসলামী শিক্ষার আলোকে তিনি (অর্থাৎ খলীফা) আমাদেরকে তা বুঝিয়েছেন? তিনি আরো বলেন, এই বক্তৃতাটি ছাপানো উচিত এবং আমাদের সকলের কাছে এটি পৌঁছানো প্রয়োজন। এটি থিঙ্ক টেঙ্কের এক সদস্যের মন্তব্য।

এরপর আমি যেমনটি উল্লেখ করেছি, ৮ অক্টোবর তারিখে ইউনেস্কোতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ৯১জন অতিথি অংশ নিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ইউনেস্কোতে মালির রাষ্ট্রদূত, ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, ফ্রান্সের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের উপদেষ্টা, ধর্ম বিভাগের পরিচালক, ন্যাটো মেমোরিয়ালের প্রেসিডেন্ট, সংসদ সদস্যবৃন্দ, কাউন্সিলরগণ, মেয়রবর্গ এবং সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইউনেস্কোতে মালি-র রাষ্ট্রদূত উমর ক্যায়দা সাহেব নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামা'তের ইমাম শান্তির বিস্তার ঘটাচ্ছেন। শান্তির বার্তা প্রচারের কারণে আমি তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। শান্তির কথা বলার জন্য ইউনেস্কো একটি আদর্শ স্থান। অতঃপর তিনি বিস্তারিত নিজের ভাবাবেগ প্রকাশ করেন যে, এই বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক বিষয় আমরা খুব সুন্দরভাবে অবগত হয়েছি। অতঃপর তিনি আরো বলেন, এটিই সেই জিনিস, বর্তমানে উম্মতে মুসলেমা যার মুখাপেক্ষী। তিনি মালীর অধিবাসী এবং নিজেও মুসলমান, তথাপি তিনি বলেন, এটিই সেই জিনিস যা বর্তমানে মুসলিম জাতির খুবই প্রয়োজন। বিশ্বজনীন ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সম্প্রীতির যে ধারণা জামা'তের ইমাম তুলে ধরেছেন বর্তমানে পৃথিবী যারপর নাই এর মুখাপেক্ষী।*

এরপর ন্যাটো মেমোরিয়ালের প্রধান জনাব ব্রেণ্টন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, এই কনফারেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ছিল। এর মাধ্যমে শান্তি, পরমত সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। আমি চাই, বেশি বেশি মানুষ আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বাণী শোনবে এটিই আমার বাসনা। এরপর তিনি বলেন, তিনি প্রকৃত ইসলামের কথা বলেন, যা শান্তিপূর্ণ এবং সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। এই বাণী চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত। জামা'তের ইমাম এই শান্তির বাণী প্রচারের জন্য অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছেন। এরপর বলেন, শান্তি প্রচারের এই কাজটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আর (এই কাজে) আমরাও তাঁর সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত; এই কাজ সর্বস্তরে করা উচিত এবং এর জন্য নিজের ব্যবহারিক আদর্শ উপস্থাপন করা উচিত।

ফ্রান্সে মালির সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্যাথলিক এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিয়ালু সাহেবও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি পূর্ব থেকেই আহমদীদের সম্পর্কে জানতাম; আজ আমরা যে বাণী শুনেছি, সকল ধর্মের লোকেরই এই বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছানো উচিত। আর এই বক্তৃতা শুনে আমার মনে হয়েছে, এটি এত ভালবাসাপূর্ণ বাণী; আর এটি শোনার পর আমার হৃদয়ে খুবই জোরালোভাবে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে যেন আমি নিজে ইসলামের উন্নতির জন্য দোয়া করব। তিনি একজন ক্যাথলিক (খ্রিষ্টান)। এরপর বলেন, যদি পৃথিবীতে সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় যা আহমদীয়া জামা'তের ইমাম উপস্থাপন করছেন, তবে পৃথিবীর সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। অন্যদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলে, তখন সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শনের খুবই প্রয়োজন; আমরা সবাই নিজ নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু একটি বিশ্বাস আমাদের সবার মাঝে সমান, আর তা হলো আল্লাহ্‌র সত্তা। আরেকজন অতিথি বার্নার্ড সাহেব বলেন, আমরা টিভিতে ইসলাম সম্পর্কে যেসব অপপ্রচার শুনতাম, আজ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে, আর এটাই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, আজ আমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, কীভাবে তিনি মদিনায় অনেক উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ আমি প্রথমবার জানতে পেরেছি যে, ইসলাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে কত বড় অবদান রেখেছে এবং পৃথিবীকে জ্ঞান শিখিয়েছে।

এরপর ফ্রান্সের একটি মানবাধিকার ফেডারেশনের একজন সদস্য, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, এই বক্তৃতা খুব সুন্দর ও অত্যন্ত গভীর ছিল; খুব বিস্তারিতভাবে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও জ্ঞানের প্রচারপ্রসারের জন্য কৃত চেষ্টাপ্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে ইসলামের অবদান আপনি তুলে ধরেছেন, এগুলো খুবই আকর্ষণীয় তথ্য ছিল।

এরপর সিটি কাউন্সিলের একসদস্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, আমি কাউন্সিলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যকার বিবেধের বিরুদ্ধে যে বিভাগ কাজ করে, এর ইনচার্জ। তিনি আরো বলেন আজ বক্তৃতায় আমি যেসব কথা শুনেছি, তার মধ্যে বিশেষ করে তিনি নারীদের শিক্ষার সমান সুযোগ প্রদানের কথা বলেছেন, এবং আন্তঃধর্মীয় সমঝোতার কথা বলেছেন- এগুলো খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আফ্রিকার পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জামা'তের আরম্ভ করা প্রজেক্টগুলোর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাধারণত ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশগুলোতে যখন ইসলাম নিয়ে আলোচনা হয়, তখন বিভিন্ন প্রকার আশঙ্কার উল্লেখ করা হয়। সমাজে একপ্রকার ইসলামাতংক রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক কথা শুনতে পেরেছি; এতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল, এখানে এসে দেখার ও জানার যে, আপনাদের জামাত কী আর কীভাবে কাজ করে । সুতরাং আজ আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হল।

আরেকজন অতিথি আলেকজান্ডার সাহেব বলেন, খলীফা শান্তির বাণী দিয়েছেন এবং এই ভাষণ সত্যভিত্তিক ছিল। তিনি খুব খোলামেলা ও স্পষ্ট কথা বলেছেন। আমার মনে হয়, আহমদীয়া জামা'ত দাসপ্রথার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। এই বাণী খুবই উন্নত; মুসলমানদের মধ্য থেকে আহমদীরা এই বাণী উপস্থাপন করেছে, যারা খুব ছোট একটি জামাত।

আরেকজন নারী সাংবাদিক বলেন,বক্তৃতা শুনেছি, খুব ভালো বক্তৃতা ছিল। বিশেষভাবে এটি শুনে অভিভূত হয়েছি যে, পৃথিবীতে ইসলাম জ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি সাধন করেছে, এতে মুসলমানদের কত বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি নিজ বক্তৃতায়এর উদাহরণও দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনের উদাহরণও দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.) এর উদাহরণও দিয়েছেন যে,কীভাবে তিনি একটি শান্তিপ্রিয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেন, আজ আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি।

এরপর একজন অতিথি জনাব বেযিও উইলিয সাহেব ছিলেন, যিনি একটি চ্যারিটিতে কাজ করেন তিনি বলেন, এটি খুবইগুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল ও অতি উত্তম বক্তব্য ছিল। এটি এক ঐতিহাসিক বক্তব্য ছিল। এটি এমন একটি বাণী ছিল যা সমগ্র পৃথিবীবাসীর শুনা প্রয়োজন। এ বক্তৃতার মাধ্যমে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমি শান্তির প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করেছি।

এরপর স্ট্রসবার্গ-এ মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। এটি ফ্রান্সের আরেকটি শহর যা জার্মানীর সাথে সীমান্তে অবস্থিত। সেখানে প্রায় ১৯১ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। সেই অতিথিদের মধ্যে ঐ এলাকার সংসদ সদস্য ছিলেন, পাঁচটি এলাকার মেয়র ছিলেন, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন, বিভিন্ন সংগঠনের প্রধানগণ ছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণীপেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকজন ছিলেন এবং বিশেষভাবে আশপাশের ছোট ছোট অঞ্চলের লোকজনও এসেছিলেন। তাদের মাঝে বেশ ইসলাম বিরোধী মনোভাব,বরং ঘৃণা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে আসার পর তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

ফ্রান্সের সংসদ সদস্য মার্টিন সাহেবা বলেন, আমি খুব খুশি যে, তিনি একটি সম্পূর্ণ ও সকল অর্থে পরিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। এটি শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী যাপুরো পৃথিবীর জন্য। অতঃপর বলেন, আহমদীরা খুব সক্রিয়, তারা কিছু করে দেখাতে চায়। আর তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের স্লোগানের প্রতিফলন ঘটে। তিনি আরো বলেন, আমি পুনরায় কোন একসময় আসব যখন এখানে লোক কম থাকবে আর তখন আপনাদের সাথে বসে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। তখন আমি আপনাদের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারব। এটি আমাদের সমাজের জন্য এবং সমাজের কল্যাণের জন্য খুবই জরুরী। এরপর বলেন, আপনাদের খলীফা শান্তির কথা বলেছেন, সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন, ফ্রান্সের জন্য এবং ফ্রান্সের নাগরিকদের জন্য এ বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রেঞ্চ লোকদের এটি জানা প্রয়োজন যে, মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যে ইসলাম সম্পর্কে জানি তা ভিন্ন। আমাদের এ প্রকৃত ও খাঁটি ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে।

এছাড়া সেখানকার কাউন্সিল অফ বেরীনের একটি বিভাগের সহকারী প্রধান এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের এলাকায় তিব্বতের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের ইউরোপীয়ান সেন্টার রয়েছে। আমি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানি। খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদীধর্ম, জুডিও খ্রিষ্টান,বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতির সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছি। কিন্তু আজ আমি যে বক্তৃতা শুনেছি তাতে খুবই অভীভূত হয়েছি। কেননা প্রথমত ছিল তারবাণী, আর দ্বিতীয়টি ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা স্লোগান আর তা হলো- "ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে"। তিনি ইসলামের পূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করেছেন। বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করা হয় তিনি এর বিপরীতে ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কথা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি প্রত্যেকের জন্য নিজেদের দরজা উন্মুক্ত রাখায় বিশ্বাসী আর আজকের বক্তৃতা থেকে আমি এটিই শিখেছি আর এটিই শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

অতপর স্ট্রসবার্গ-এর মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগত কিউবা সাহেব নামে এক অতিথি ছিলেন এবং তার সাথে এক ভদ্রমহিলাও ছিলেন, (খুব সম্ভব তিনি তার স্ত্রী হবেন) তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের জন্য আগত আমন্ত্রণনামা গ্রহণের পূর্বে আমরা ইন্টারনেটে আপনাদের জামা'ত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি। আহমদীয়া জামা'তের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আমরা সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করি আর আমরা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত এজন্য যে কেননা এখানে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে আর বক্তৃতায়ও মানবাধিকার এবং বিশেষত প্রতিবেশীর অধিকারের বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠানে আসার পূর্বে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ জামা'ত সম্পর্কে তথ্যও সংগ্রহ করে থাকে আর সেখান থেকেই তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারে।

একজন অতিথি বলেন, নিজের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। ইসলামের এই সংগঠন সম্পর্কে পূর্বে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আসার সময় গলিতে আমার সাথে কতক মানুষের সাক্ষাৎ হয়, তারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে আসতে বললে আমি প্রথমে ইন্টারনেট থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি এবং এখানে আসার সিদ্ধান্ত নেই। আর আমার জন্য এটি কতই না উত্তম সিদ্ধান্ত ছিল! আজকে যাকিছু আমি এখানে শুনেছি তার প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না। ইসলামের এই শাখাটি শান্তিপ্রিয় আর এটিই ইসলামের প্রকৃত চিত্র। এটি এমন ইসলাম যেখানে রয়েছে মানবতা, প্রেম ও ভালোবাসা।এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমাদেরকে যে ইসলাম সম্পর্কে বলা হয় সেটি ইসলাম নয়, বরং সেটি অন্য কিছু। এখন আমি অবগত হয়েছি যে, ইসলামের নৈতিক শিক্ষাও খ্রিষ্ট ধর্মের ন্যায়। এটি তো বাধ্য হয়ে মানুষ বলে থাকে, নতুবা অনেক ব্যক্তিগত সভায় তারা এটিও প্রকাশ করেছে যে, খ্রিষ্টান ধর্মের শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষা অনেক উন্নত। পুনরায় বলেন, খলীফার কথায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটি অসাধারণ এক জামা'ত।

এরপর আরেক ব্যক্তি হলেন জাস্টিন সাহেব, যিনি শহরের জেলা পরিষদের প্রধান। তিনি বলেন, প্রথমে যখন আমি জানতে পেরেছি যে, এখানে মসজিদ হবে, আমি অনেক ভীত ছিলাম। কিন্তু যখন আমি আপনাদের এই স্লোগান শুনলাম যে, ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে। তখন আমার মনে হলো, বর্তমান বিশ্বে এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, কেউ এত ভালবাসাপূর্ণ স্লোগান দিবে আর সেটিকে গ্রহণ করা হবে না? আহমদীয়া জামা'ত তো সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে এক তরবারি হিসেবে কাজ করতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ফ্রান্সে এখনও মানুষ আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে তত বেশি জানে না, কিন্তু চরমপন্থা এবং সমসাময়িক সমস্যাদির বিরুদ্ধে আহমদীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গিকেই দেখা উচিত এবং তাদের মাধ্যমে জানা উচিত,তাই আপনাদের অনেক বেশি কাজ করা উচিত।

এরপর রয়েছেন লোকেঞ্জে সাহেব, যিনি একটি শহরের মেয়র। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার মসজিদে এসেছি। যদি মসজিদে আগমন এমন বিষয় হয়ে থাকে যা আজ আমি দেখেছি, তাহলে আমি প্রতিদিন মসজিদে আসব। মসজিদে আগমন আমার কাছে এত ভালো লেগেছে এবং আমি এত প্রশান্তি লাভ করেছি যে, আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

সেখান থেকে জার্মানি যাই। ১৪ অক্টোবর তারিখে উইযবাদেন-এ মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে ঐ এলাকার একটি বিখ্যাত হলে উদ্বোধনী

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহর সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Amir Jalpaiguri District

অনুষ্ঠান হয়েছে, কেননা মসজিদ প্রাঙ্গনে জায়গা ছিল না। এই অনুষ্ঠানে ৩৭০ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন। সেখানে লর্ড মেয়র প্রমুখ এসেছিলেন। লর্ড মেয়রও ছিলেন, প্রাদেশিক সংসদের সদস্য এবং বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ ও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অধিদপ্তরের পরিচালক, পুলিশ অফিসার, গীর্জার পাদ্রি, প্রফেসর, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতিশ্রেণিপেশার মানুষ ছিলেন।

ক্যাথলিক চার্চের একজন পাদ্রি বলেন, তিনি তাঁর বক্তৃতায় সকল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন আর এগুলোর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি। অন্যদের প্রতি ভালোবাসা এবং খোদা তা'লার অধিকার আদায় করা– এগুলো আমার শিক্ষারও অংশ। একইভাবে আজ পর্যন্ত আমি ইসলামের খোদা সম্পর্কে এতো গভীর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুনি নি যা খোদা তা'লার একত্ববাদের পরিপূর্ণ দাবির পাশাপাশি সেই এক-অদ্বিতীয় খোদাকে জগতের সকল ধর্ম, রাষ্ট্র এবং মানব সমাজের পালনকর্তা খোদা আখ্যা দেয়। অন্যদের দেখাশুনা ও উপকার করতে গিয়ে পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপন-পর, ধর্ম, জাতির কোন পার্থক্য করেন না। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর সকল নেতা যদি শান্তি সংক্রান্ত এমন বক্তৃতা করত তাহলে অনেক ভালো হতো। তারপর বলেন, এখন থেকে আমি আহমদীয়া জামা'তের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক, আর মসজিদ দেখতেআমি অবশ্যই আসব। এরা নিজেদের মনগড় একটি চিত্র দাঁড় করিয়েছে যে, ইসলামের খোদা ভিন্ন আর খ্রিষ্টানদের খোদা ভিন্ন। যাহোক তাদের যখন সঠিক তথ্য জানানো হয় তখন তারা মানতে বাধ্য হোন।

অতঃপর মাইনস শহরের একটি গির্জার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আপনি আজ যা বলেছেন এবংযে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন– এটি আমার জন্য একেবারেই নতুন এবং আকর্ষণীয় ছিল। আর প্রতিবেশীদের অধিকারের ব্যাপারে কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কাছে এতটা গুরুত্বারোপ করা আমি এই প্রথম শুনলাম।

এরপর একটি ল' ফার্ম (আইনী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা) থেকে আগত একজন উকিল বলেন, আহমদীয়া জামা'তের চিন্তাধারার ব্যাপ্তিতে আমার দপ্তর পূর্বেও বিস্মিত হতো; কিন্তু আজ প্রতিবেশীর যেসব অধিকার তিনি বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিবেশীর সংজ্ঞায় যে ব্যাপ্তি তুলে ধরেছেন তাতে পুরো শহরই এর গণ্ডিভূর্ক্ত হয়ে গেছে। এতে আমাদের বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে শহরবাসীর জন্য আহমদীয়া জামা'তের সহানুভূতি এবং খোঁজ-খবর নেয়ার পরিধি আরো বিস্তৃত হলো।

আরেকজন মেহমান হলেন সোসেন সাহেবা। যিনি একজন শিক্ষিকা, তিনি বলেন, এ বক্তৃতায় যে কথাটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো আমাদের সব মানুষের স্রষ্টা একজনই। আর আমরা সবাই এক খোদার ওপরই ঈমান আনি। এ কথাটি আমাদের সবার সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

অতঃপর একজন মহিলা ছিলেন, ভনি সাহেবা, যার সম্পর্ক 'ডাই গ্রুন' পার্টির সাথে। তিনি উইযবাদেন শহরের সংসদের ইন্টিগ্রেশন বিভাগে কাজ করেন। তিনি বলেন, এ বক্তৃতাটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক অনুভূত হয়েছে। একটি কথা, যা আমার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলএবং যা আমি কখনো ভুলবো না, তা হলো- সমস্ত আহমদীর নিজ পরিবেশের তথা সমাজের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হওয়া উচিত; এ কথার ওপর শুধু আহমদীদেরই নয় বরং সকলের আমল করা উচিত। যদি সমস্ত মুসলমান ফিরকাআহমদীদের মতো খোলা মনের হতো তাহলে আমাদের পরস্পর মিলেমিশে থাকা অনেক সহজ হয়ে যেত।

এখানে এটাও স্পষ্ট করতে চাই যে, অবশ্যই আমরা মিলেমিশেই থাকি; কিন্তু কতিপয় লোক কখনো কখনো চাটুকারিতা প্রদর্শন করে। তাই নিজেদের শিক্ষার গণ্ডির ভেতর থেকে কথা বলুন আর সেই চারিত্রিক গণ্ডির মাঝে থেকে ধীরে সুস্থে নিজ শিক্ষা উপস্থাপনও করা যায়। নিজেদের সীমারেখার মাঝে থেকেও অনেক সুন্দর করে আমাদের শিক্ষা তাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব। তাই ভীত হবার কিছু নেই। ইন্টিগ্রেশন বা সমাজের অঙ্গীভূত হওয়ার অর্থ হলো উত্তম চরিত্রিক শিক্ষার সীমারেখার ভেতর থেকে ইসলামের শিক্ষা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করা।

যাহোক, পরবর্তী মেহমানের উল্লেখ করছি। তিনি পেশায় একজন স্কুলশিক্ষক। তিনি ব লেন, এখানে এসে আমি প্রথমবারের মতো আহমদীয় জামা'তের সাথে পরিচিত হলাম, আর এখানকার ব্যাবস্থাপনা খুবই ভালো ছিল। খলীফার এই কথাটি আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যে, সহনশীলতা ও সহীষ্ণুতার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। আর অন্যান্য ধর্মের অনুসারী তথাসব মানুষের সাথে ভালবাসার আচরণ করতে হবে। বর্তমান যুগে এর বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয় আর অন্যন্য ধর্মাবলম্বীরাও এই শিক্ষাকে ভুলে যাচ্ছে, কিন্তু আপনারা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। এখন আমি আপনাদের মসজিদে অবশ্যই যাব এবং আমার মনে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছে সেগুলোর উত্তর জেনে আসব।

আরেকজন মেহমান সেখানকার স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি বলেন, ধর্মীয় গোষ্ঠির কাছ থেকে যদি এমন শিক্ষা পাওয়া যায় যেমনটি আজ আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে তাহলে সমাজে মানবিক মূল্যবোধের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। চার্চ বা গীর্জার (ব্যবস্থাপকদেরও) অনুরূপ নীতি সর্বপরিসরে বিস্তৃত করতে হবে। বর্তমানে চার্চ বা গীর্জা অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। তিনি একজন খ্রিষ্টান হয়েও বলছেন, এখন চার্চ বহু প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। অপরদিকে আহমদীয়া জামা'তের ইমাম সকল সম্ভাব্য প্রশ্ন ও আপত্তিকে উঠিয়ে সেগুলোর বিভিন্ন আঙ্গিকে উত্তর দিয়েছেন। আর নির্ভিক হয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, আনন্দের কথা হলো তাঁর (অর্থাৎ আহমদীয়া জামা'তের ইমামের) প্রত্যেকটি কথা এবং ব্যাখ্যা মানব সমাজকে শান্তি, মিমাংসা ও সৌহার্দের দি কে নিয়ে যাবে।

আরেকজন মহিলা অতিথি হাইক ব্রাদার সাহেবা বলেন, খলিফাবলেছেন পুরো বিশ্বের প্রভু হলেন সেই খোদা যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। এটি খোদা তা'লা সম্পর্কে এত ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি যা আমার আকর্ষণের কারণ ছিল। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো খোদা তা'লা এক ও অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সকল ধর্ম, মানবএবং জাতিসমূহের খোদা আর সবাইকে কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই প্রতিপালন করেন। প্রত্যেক বিবেকবান ও বুদ্ধিমানের তওহীদ বা একত্ববাদকে স্বীকার করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। আর এটি তাদের জন্য আবশ্যক হলোএক-অদ্বিতীয় খোদাকে মান্য করা যিনি সকল শক্তির আধার। আর একত্ববাদের এই বাণী সকলের কাছে পৌঁছানো প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব।

আরেকজন মহিলা বাওর সাহেবা বলেন, আমার জন্য এটি অনেক বড় সম্মানের কারণ যে, আমি এমন একটি সভায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। আমার যে সকল সংশয় ও ভুল ধারণা ছিল তা আহমদীয়া জামা'তের ইমাম তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান ও ইসলামের শিক্ষার প্রকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন; এখন আমার কাছে অনেক বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে।

একজন অতিথি বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির কথা বলা হয়েছে তা হলো অন্যদেরমূল্যবোধ দৃষ্টিতে রাখা উচিত। আমার এ বিষয়টি জানা ছিল যে, ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন দল রয়েছে কিন্তু এই জামা'ত সম্পর্কে মোটেও জানতাম না যারা এতটা শান্তিপ্রিয়!

আরেকজন অতিথি ছিলেন জনাব মুখতারী সাহেব, যিনি উইযবাদেন-এ পুলিশ বিভাগে চাকুরি করেন। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠান এটি সুস্পষ্ট করছিল যে, মুসলমানরা নিজেদের আরো একটি চিত্র দেখাতে চায় আর তাহলো, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। খলীফা সাহেবের একথাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে যে আপনারা আফ্রিকাতেও বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করে থাকেন ।

এরপর ফুলডা-তে বায়তুল হামিদ মসজিদের উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানেও তিনশত ত্রিশজন অতিথি অংশ নিয়েছিলেন। সেখানকার লর্ড মেয়র সাহেব এসেছিলেন, কিন্তু লর্ড মেয়র সাহেব শুধু বাহিরে থেকে স্বাগত জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। অন্যান্য এলাকার মেয়র সাহেবরাও এসেছিলেন। কাউন্সিল মেম্বারগণ এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্যগণ ও বিভিন্ন দলের প্রধানগণও ছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

সেখানকার একটি রিলিজিয়াস কনফারেন্স কমিটি যাকে 'রাউন্ড টেবিল' বলা হয় এর সভাপতিও এসেছিলেন। ফুলডাতে সাধারণত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট রক্ষণশীলতা দেখা যায়, বরং বিরোধিতাও রয়েছে । এটি খ্রিষ্টধর্মের একটি পুরোনো দুর্গ। এটি নিজেদের ঐতিহ্যকে ধারণও লালকারী শহর। অন্ততপক্ষে চার্চ বাগির্জা নিজেদের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়, কিন্তু সেখানেও মানুষ এখনখ্রিষ্টধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। যাহোক, তাদের ভীতির কারণে গির্জার সকল প্রতিনিধিগণ আসেননি এবং কোন কোন রাজনীতিবিদও আসেন নি। অনুরূপভাবে লর্ড মেয়র সাহেবও এখানে এসে বলেন যে, আমি কোন বক্তৃতা করব না বরং সবাইকে স্বাগত জানাবো। তিনি এসে বসেছিলেন কিন্তু মঞ্চে উঠেননি, এই ভয়ে যে, মানুষ বিরোধিতা করবে। সেখানে যেসব অতিথি এসেছিলেন তাদের কিছু মন্তব্য রয়েছে।

আমি আমার বক্তৃতায় যা বলেছি তার সম্পর্কে হারলড সাহেব তার বক্তৃতায় বলেন, খলীফা নিজের বক্তৃতায় বলেছেন যে সমমূল্যবোধে সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত আর এর ফলেই পারস্পরিক এবং বৈশ্বিক শান্তির ভিত রচিত হবে। তিনি আরো বলেন, এই পন্থা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে বেশী কার্যকর বলে মনে হয় এবং বর্তমান সময়ে পৃথিবী এরই মুখাপেক্ষী । এরপর তিনি বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইতিপূর্বে ইসলামী শিক্ষামালার সাথে আমাদের যে পরিচয় ছিল তা ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে না, তাই আজকের এই সন্ধ্যা আমার জন্য একটি ইতিবাচক ও শান্তিপূর্ণ বার্তা নিয়ে এসেছে।

আরেকজন অতিথি হলেন সেখানকার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক। তিনি বলেন, স্কুলের ছাত্রদেরএই বক্তৃতাটি শুনিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, আপনারা এটি থেকে কী বুঝেছেন? আপনাদের মতে এই অনিন্দ্য সু ন্দর শিক্ষা কোন ধর্মের হতে পারে? তিনি বলেন, কমপক্ষে আমাকে অবশ্যই আপনারা এর অডিও ভিডিও রেকর্ডিং সরবরাহ করুন যেন আমি আমার স্কুলের শিক্ষার্থীদের সামনে আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যার চিত্র তুলে ধরতে পারি।

পার্শ্ববর্তী শহরের একজন মেয়র (উপস্থিত) ছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম বিরাজমান সংশয়ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করেন আর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিরাজমান পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নেপথ্যে কারণসমূহও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী সেসব কার্যকলাপকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন কঠোর বাক্যবাণে কোন দল, মত বা গোষ্ঠীর আত্মসম্মানে আঘাত করেন নি, বরং সার্বিকভাবে মানব-বিবেক ও আন্তর্জাতিক মানবিক মূল্যবোধের বরাতে চিন্তার খোরাক সরবরাহ করেছেন।

সেখানে আরেকজন ছিলেন ডক্টর কোলার সাহেবা। তিনি বলেন, আপনাদের উদারতা আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে! আর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিই আপনাদের খলীফা এই বলে গুরুত্বারোপ করছিলেন যে, মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের মনকে উদার করতে হবে এবং দূরত্ব ঘুচাতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমিও আমার হাসপাতালে চেষ্টা করি যেন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি লাভ করে এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মানুষ স্বস্তি বোধ করে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি সেই শান্তি এবং স্বস্তি-ইঅনুভব করেছি। এখানে যোগদানের সুযোগ লাভ করে আমি ভীষণ আনন্দিত।

এরপর বার্লিনে যে অনুষ্ঠানের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম সেখানে ইউরোপে ইসলাম বিষয়ে বক্তৃতা ছিল অথবা সভ্যতা এবং সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা।এতে জাতীয় সংসদের ২৭ জন সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তিনজন প্রতিনিধি যাদের মাঝে ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ক পরিচালকরাও রয়েছেন, পাঁচজন অধ্যাপক যাদের মাঝে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জার্মানিতে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ এবং আজকের প্রথিতযশা অধ্যাপক স্টাইন বাখও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সরকা রের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ধর্ম, চার্চ এবং সংগঠনের (কমিউনিটির) প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।

সংসদ সদস্য আলেকজান্ডার সাহেব বলেন, যে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সংবাদ তিনি দিয়েছেন তার মূলসূত্র ছিল কুরআন এবং নিজ অবস্থানের সপক্ষে তিনিকুরআন ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার উক্তি উপস্থাপন করেছেন। যদিও এ বিষয়টি নতুন এবং যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু খলীফা নিজ মতবাদকে প্রাচীন ইসলামী উৎস দ্বারা সমর্থিত করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম এবং কুরআন প্রথম দিন থেকেই ধর্মের ভিত্তি মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষার ওপর রেখেছে। আমার মতে বিস্তৃত পরিসরে এই বক্তৃতার প্রচারপ্রসার করা উচিত যেন পাশ্চাত্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষও অবগত হয়।

অতঃপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীল এনেন সাহেব বলেন, যে স্পষ্টতা, ব্যপকতা ও বিশ্লেষণাত্মক তুলনার নিরিখে আহমদীয়া জামা'তের ইমাম ইসলাম, আহমদীয়াত এবং সামগ্রিকভাবে ধর্মের পরিচয় এবং সামাজিক ভূমিকাকে স্পষ্ট করেছেন, এটা বোঝার পর আমি মনে করি আহমদীয়া জামা'তের মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া কোন ধর্ম বা ফিরকা কিংবা গোত্রের সাহায্য নয় বরং সম্মিলিত এবং বৈশ্বিকরূপে মানবীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হবে।

এরপর রয়েছেন ক্রিস্টোফার স্টক সাহেব। তিনি বলেন, আমি হয়ত জীবনে এমন কোন অনুষ্ঠান দেখি নি বা এমন কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি নি যার আয়োজন মুসলমানরা করে থাকবে এবং যার সার্বিক পরিবেশ এতটা শান্তিপূর্ণ ও এর আলোচনা এতটা পরিপূর্ণ ও যৌক্তিক হবে। আমি আনন্দিত যে, অন্ততপক্ষে কারো দৃষ্টি তো বাহ্যিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নতির পেছনে সুপ্ত মতপর্থক্যগুলো দেখতে পায়। তিনি বলেন, এতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় মানুষের মাথার উপর পারমাণবিক যু দ্ধের যে বিপদ ঝুলছে সে সম্পর্কে সাবধান করেছেন।

এরপর সংসদ সদস্য ক্রিশ্চিয়ানবিশল সাহেব বলেন, আহমদীয়াজামা'তের ইমাম বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা একেবারে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন। যেহেতু তার পর্যবেক্ষণ সঠিক তাই তার প্রস্তাবিত সংশোধনও সামাজিক অশান্তির স্থায়ী সমাধান ।

অতঃপর আরেকজন সাংসদ যাকলিন সাহেবা বলেন, আহমদীয়াজামা'তের ইমাম স্বীয় অবস্থান সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট করেছেন আর কোন ধরনের অস্পষ্টতা অবশিষ্ট রাখেন নি। তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি শব্দের সাথে আমি একমত। একজন প্রফেসার হারবার্ট হাইডে সাহেব বলেন, আপনারা জামা'তকে শিক্ষাক্ষেত্রে দর্শনীয় মর্যাদায় উন্নীত করে আহমদীয়াজামা'তকে অন্যান্য ধর্মীয় জামা'ত থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেই জামা'তের মানুষ শিক্ষার ওপর এতটা জোর দিবে তাদের অদৃষ্ট হলো তারা অন্ধ অনুসরণ নয় বরং নেতৃত্ব দিবে।

অতঃপর একজন সাংসদ এক্সেল সাহেব বলেন, এই বক্তৃতাটি আমিফিরে গিয়ে পুনরায় পড়বো এবং যতদূর সম্ভব এটিকে আমি মানুষের নিকট বর্ণনা করবো।

এরপর সাবিন লেডিন সাহেবা বলেন, আমার নিজের কোন ধর্মের সঙ্গে কোন প্রকারের সম্পৃক্ততা নেই, কিন্তু একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে আহমদীয়া জামা'তের ইমাম ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের দুঃখ-কষ্টকে সময়মত অনুভব করে যেভাবে বর্তমান নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করেছেন তার গভীর প্রভাব আমার হৃদয়ে পড়েছে। আর আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, এই বার্তা যেন সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছায় যাতে করে মানুষের সামগ্রিক বিবেক এ বিষয়ে জাগ্রত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্ম তাদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে।

এরপর প্রফেসর ক্রিস্টোফার ওয়ালক ম্যান সাহেব বলেন, অনুষ্ঠানটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং বক্তৃতা থেকে আমার অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। অনেকগুলো কুরআনের উদ্ধৃতি আমি বক্তৃতা চলাকালে নোটও করেছি যেগুলো বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমি ঘরে গিয়ে সেগুলো অবশ্যই পুনরায় পড়বো।

অতঃপর আরেকজন খ্রিষ্টান অতিথি বলেন, ইতিপূর্বে আমি কখনো শুনি নি যে, ইসলাম শান্তিকে এত গুরুত্ব প্রদান করে থাকে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ কথায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতা আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ শুনেছেন। অনুরূপভাবে, ইহুদী রাব্বী ও বিভিন্ন মুসলমান ফির্কার লোকজনও এখানে আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

আরেকজন অতিথি বর্ণনা করেন যে, বক্তৃতায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্থ এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অত্যন্ত সহজ ভাষায় তিনি স্পষ্ট করেছেন, সকল মানুষকে শান্তি ও ভালোবাসার সহিত একত্রে বসবাস করা উচিত। এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করা। তিনি এটিও বলেছেন যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জিনিস যথেষ্ঠ পরিমাণে রয়েছে এবং সকলের জন্য যথেষ্ঠ (পরিমাণে) আছে যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এরপর আরেকজন অতিথি বলেন, তিনি অনেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম যে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা হলো, বর্তমান সমাজে ধর্মকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় না এবং ধর্মকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, একথা একজন খ্রিষ্টান হিসেবে আমারাও অনুভব করি। এছাড়া খলীফার বক্তৃতায় যে বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা হলো, তালিম ও তরবিয়্যতের গুরুত্ব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এমনিতেই এক আদর্শ; কেননা, মানুষের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কী শিক্ষা প্রদান করে তা যদি জানা থাকে তাহলে আমরা বিভিন্ন সমস্যা থেকে আজ বেঁচে থাকতে পারবো।

সুতরাং আজ আহমদী যুবকদেরও দায়িত্ব হলো বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পড়ে অনুধাবন করা, যাতে করে অন্যদের বুঝানো যায়, আর এরপর তারাএর উপর চিন্তা-ভাবনা করতে এবং এর প্রজ্ঞা অনুধাবন করতে আর এর শিক্ষার উপর আমল করতে বা এই শিক্ষাকে মানতে বাধ্য হবে।

অতঃপর এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর একমুখপাত্র ছিলেন, তিনি বলেন, যে কথা বলা হয়েছে তা শুনে আত্মায় শান্তি পেয়েছি।অন্য খলীফাদের উদ্ধৃতির আলোকে সমাজ ও কৃষ্টি-কালচারের যে সংজ্ঞা তিনি তুলে ধরেছেন এবং উভয়ের পারস্পরিক যে সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন তা বর্তমান যুগের জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অস্বীকার করতে পারবে না। তিনি বলেন, খলীফা সাহেব কুরআনী আয়াতসমূহকে অতি উত্তমরূপে বর্ণনা ক রেছেন। এগুলো সেই একই আয়াত যেগুলো ইসলাম বিদ্বেষীরা মূল প্রসঙ্গ থেকে পৃথক করে উপস্থাপন করে থাকে।

এরপর একজন মহিলা নাহোন্দি সাহেবা বলেন, এই বক্তৃতা ইউরোপে বিস্তৃত পরিসরে প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কিত আশঙ্কা দূরীভূত হবে এবংএকপেশে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির নিরশন সম্ভব হবে।

এরপর মেহদিয়াবাদের মসজিদের উদ্বোধন ছিল। এতেও জার্মানির জাতীয় সংসদের সদস্য, সেই এলাকার লর্ড মেয়র, প্রাদেশিক সংসদের সদস্য, সংসদের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার, সেই এলাকার পাঁচজন মেয়র, জেলা পার্লামেন্ট-এর পাঁচজন চেয়ারম্যানসহ এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৭০জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। একজন অতিথি ভাইস মেয়র বলেন, আমি ফিরে গিয়ে অবশ্যই খলীফার কথাগুলো প্রচার করব(তিনি একজন মহিলা), আর যখনই ইসলামের ওপর কেউ আপত্তি করবে, তখন আমি যুগ-খলীফার কথা উপস্থাপন করে ইসলামের সুরক্ষা করার চেষ্টা করব। আজ তিনি শুধু আমাদের অর্থাৎ মেহমানদেরই সম্বোধন করেন নি বরং নিজ জামা'তের সদস্যদেরও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর আপনাদের পূর্বের চেয়ে অধিক হারে মানবতার সেবা করতে হবে।

আরেকজন মহিলা হলেন এঞ্জেলিকা সাহেবা। তিনি বলেন, এই বক্তৃতা থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি তা হলো, আমাদের এ দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যে, অন্যদের সাথে আমাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ কেমন। বন্ধুবান্ধব এবং অন্যদেরও আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।

আরেকজন অতিথি বলেন, এখানে এসে অনেক ভালো লেগেছে। ইসলাম সম্পর্কে বহু সংশয় দূর হয়েছে। যেভাবে সহিষ্ণুতার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, তা সকল ধর্মের জন্য গুরুত্ব বহন করে।

আরেকজন অতিথি হলেন উনসায়া উল্ফ সাহেব, তিনি মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট-এর উপদেষ্টা। তিনি বলেন, (খলীফার)বক্তৃতায় আমার কাছে যে বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটি হলো, তিনি এমন দিক বর্ণনা করেছেন যা সকল ধর্মের মাঝে ঐক্য সৃষ্টিকারী। আমি একটি খ্রিষ্টান চার্চ/গীর্জা-র সদস্য। আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এবং আমাদের সাথে মতবিরোধ রয়েছে এমন বহু বিষয় আপনাদের ধর্মে থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামা'তের ইমাম এমনসব বিষয় বর্ণনা করেছেন যেগুলোকে সবাই সমর্থন করতে পারে। আমার বিশ্বাস হলো আমাদের সবার একজনই খোদা, কেবল ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন

(হুযূর বলেন, অন্ততপক্ষে এতটা তো মানুষের কাছে আসা আরম্ভ হয়েছে)।

আরেকজন অতিথিছিলেন প্যাটিক সাহেব। তিনি বলেন, (খলীফা) তাঁর বক্তৃতায় খুবই উত্তমভাবে নারীদের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আর এ থেকে ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদা এবং সমাজে মহিলাদের সম্মান প্রকাশ পায়। আল্লাহ করুন তাদের মন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে বোঝার জন্য প্রশস্ত হোক আর তারা যেন তা গ্রহণ করতে পারে এবং প্রকৃত তৌহীদের মান্যকারীও হতে পারে আর মহানবী (সা.) এর পতাকাতলে যেন সমবেত হতে পারে। এতেই তাদের স্থায়িত্ব নিহিত, নতুবা তাদের এই যে ধারণা রয়েছে যে, সাময়িক জাগতিক উন্নতিতে তাদের স্থায়িত্ব নিহিত, এটি তাদের স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যম সম্পর্কেও কিছুটা উল্লেখ করছি। হল্যান্ড-এ দু'টি মিডিয়া চ্যানেল- আর টি ভি, নুনস্পিট ও ইউরো টাইম-এ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। ৭৫ হাজার মানুষের কাছে এই বার্তা পৌছেছে। বাইতুল আফিয়াত সম্পর্কে আলমিরে-র টিভি চ্যানেল-এ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। ১৫ লক্ষ মানুষের কাছে এই বার্তা পৌছেছে। পূর্বেরটি ৭৫ হাজার মানুষের কাছে পৌছেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে-ও হাজার হাজার মানুষের কাছে বার্তা পৌছেছে। হল্যান্ড-এর সফরের সময় মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের ধারণা অনুযায়ী ১৬ লক্ষ মানুষের কাছে (বার্তা পৌছেছে) যার মাঝে অধিকাংশ ছিল আলমিরে মসজিদের প্রতিবেদন,যা তাদের জাতীয় টিভি-তে প্রচারিত হয়েছিল।

ফ্রান্স-এর নিউজ এজন্সি বা ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি ইউনেস্কোর বক্তৃতার প্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আর এই প্রতিবেদনের শেষের দিকে প্রতিবেদক এতে আশ্চর্য হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা আহমদীদের প্রতি যে নির্যাতন হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। এরপর স্ট্রাসবুর্গ-এ মসজিদে মাহদী-র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ডি এন এ-তে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, রেডিও চ্যানেল-এ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে আর একইভাবে আউটলেটস্-এর মাধ্যমেও কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে এই বার্তা পৌছেছে।

জার্মানিতে উইযবাদেন, ফুলডা ও বার্লিন এবং মেহদিয়াবাদ-এ যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তাদের মতেসামগ্রিকভাবে মোট তেরোটি সংবাদপত্রে, চারটি টিভি চ্যানেল-এ, একটি রেডিও চ্যানেল-এ আর ইলেট্রনিক মিডিয়াতে সে সম্পর্কিত বারোটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আর তাদের ধারণা অনুযায়ী অর্থাৎ তাদের সেক্রেটারী উমুরে খারেজা, যিনি এই রিপোর্ট প্রদান করেছেন, তার ধারণা অনুযায়ী ৩৯ মিলিয়ন মানুষের কাছে এই বার্তা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে পৌছেছে। অনুরূপভাবে রিভিও অব রিলিজিয়ন্স-ও তাদের নিজস্ব মাধ্যমে প্রায় দেড় মিলিয়ন মানুষের কাছে বার্তা পৌছিয়েছে। যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা করুন মানুষ যেন এই বার্তা অনুধাবনেরও তৌফিক লাভ করে।

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়াবো, যা ভারতের কেরালাস্থ পালঘাটস এর মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ শ্রদ্ধেয় মৌলভী মাহমুদ আহমদ সাহেবের জানাযা। গত ১৫ই অক্টোবর ৫৪ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়েছিল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার পিতা শ্রদ্ধেয় মৌলভী কে মুহাম্মদ আলভী সাহেবের মাধ্যমে তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল, যিনি অ-আহমদীদের একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার মাধ্যমে কেরালা প্রদেশে শত শত মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম মৌলভী কে মাহমুদ আহমদ সাহেব তার পিতার উপদেশ মেনে কলেজের পড়াশোনা ত্যাগ করে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়েছিলেন এবং ১৯৮৮ সনে জামেয়া পাশ করেন। মরহুম বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন। (তিনি) খোদাভীরু, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়ায় অভ্যস্ত, দরিদ্রদের সেবক, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ছিলেন। পবিত্র কুরআন, হাদীস, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের বই-পুস্তকের গভীর জ্ঞান রাখতেন। আরবী, উর্দু, মালায়ালম এবং তামীল ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। মরহুমের নিজস্ব পাঠাগার ছিল আর এতে অগণিত দুর্লভ বই-পুস্তক ছিল। কেরালা প্রদেশের তামিল নাড়ু, লাক্ষা দীপ আর বহির্বিশ্বে কুয়েতে তিনি সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি একজন সুবক্তা এবং বিতার্কিকও

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat AhmadiyyaBilaspur (Chhattisgarh)

ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে ১৯৯৪ সনে শ্রদ্ধেয় মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব এবং হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ সাহেবের সাথে তিনি জামা'তের এক ঘোর বিরোধী মৌলভীর সাথে মুনাযেরা করারও তৌফিক লাভ করেন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন স্ত্রী এবং তিনকন্যা রয়েছেন। আল্লাহর কৃপায় (তার) দু'জন জামাতা ওয়াকেফে জিন্দেগী।

তার এক জামাতা লিখেছেন, জামেয়ার শেষবর্ষের ছুটিতে তিনি তার পিতার নির্দেশে বাড়ি না গিয়ে বরং দু'মাস শুধুমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গ করেন। (হুযূর বলেন,) জামেয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য এতে অনেক বড় এক আদর্শ/শিক্ষা রয়েছে। ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে আহমদীয়াতকে নির্মূল করার জন্য সেখানকার সকল অ-আহমদী মুসলমান ফির্কা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি আঞ্জুমান গঠন করে যার নাম রাখা হয় 'আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম'। এই সংগঠন অনবরত কেরালার দূর-দূরান্তে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্রের ওপর আপত্তি তুলে জলসার আয়োজন করে। প্রতিউত্তরে বিভিন্ন স্থানে জামা'ত যেসব জলসা করে তা মরহুমের নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ এবং ২০১৫ সনে 'আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম' এর সাথে আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহাসিক মুনাযেরা হয়, যাতে মরহুম বিতার্কিক হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া আহলে কুরআন এবং আহলে হাদীস এর সাথেও তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়ই সফল বিতর্ক ও বাহাস করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তার জামাতা লিখেন, শৈশব এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, একবার মরহুম তাহাজ্জুদের নামায পড়তে পারেন নি, এতে তার পিতা বলেন, (হে আমার ছেলে) আপনি কি মাকামে মাহমুদ লাভ করতে চান না? সেদিন থেকে তিনি এই উপদেশকে মন-মস্তিকে গেঁথে নেন আর সারা জীবন এর ওপর আমল করেন, এমনকি অসুস্থতা এবং প্রচণ্ড দুর্বলতার সময়ও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তালীম-তরবীয়ত ও তবলীগি অধিবেশনের একটি বড় অংশ খিলাফতের জন্য নির্ধারিত থাকতো, এই বিষয়ে আলোচনা করতেন আর এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। ২০১৫ সনে একজন মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে আহমদী হন। তার স্বামী বহির্বিশ্বে ছিলেন, তিনি ফিরে এলে তাকেও তিনি তবলীগ করেন। তিনি একটি প্রশ্ন করেন যে, খিলাফতকে মানার আবশ্যকতা কী? তখন মরহুম খিলাফতেরমর্যাদা ও গুরুত্ব এবং কল্যাণরাজি সম্পর্কে এত আবগপ্রবণ হয়ে আলোচনা করেন যে, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে আর সেই অ-আহমদীর ওপরও এর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ, অন্যান্য বিষয়তো ঠিকই ছিল- একথা শোনামাত্রই তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

সত্যিকার অর্থেই তিনি খিলাফতের 'সুলতানে নাসীর' ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন) ****************

বিবেকের স্বাধীনতা ও ইসলাম

সৈয়্যেদনা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম

অনুবাদক ঃ- আবু তাহের মন্ডল

বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ) মোরডান সরে ইউ কের 'বায়তুল ফুতুহ' মসজিদে গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর ২০১২ খোতবা জুম্মায় বলেন, গত জুম্মাতে যখন আমি এই মসজিদে জুম্মা পড়াতে এসেছিলাম তখন গাড়ি থেকে নামতেই আমি দেখলাম যে, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের একটি বিরাট সংখ্যা এখানে অপেক্ষারত আছে। অতএব আমার জিজ্ঞাসার পরে স্থানীয় আমির সাহেব বললেন যে, আমেরিকাতে আঁ হুজুর (সাঃ) কে নিয়ে যে হৃদয় বিদারক ফিল্ম বানানো হয়েছে এবং যার প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গে এরা আহমদীদের প্রতিক্রিয়া দেখতে এসেছেন। আমি বললাম ঠিক আছে, আপনি তাঁদের বলুন যে, আমি এই বিষয়েই খোতবা দিব আর সেখানেই আহমদীদের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করব। এটাও আল্লাহতা'লার কাজ যে, তিনি মিডিয়ার একটা বিরাট সংখ্যাকে এখানে টেনে এনেছেন এবং আমার মনের মধ্যেও ভাবের উদয় ঘটিয়েছেন যে, এই বিষয়ে আমি কিছু বলি----------।

বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। যার মধ্যে বিবিসি পরিচালিত নিউজ টাইম বিবিসি এর প্রতিনিধি, নিউজিল্যান্ড ন্যাশনাল টেলিভিসনের প্রতিনিধি, ফ্রান্সের টেলিভিসনের প্রতিনিধি সহ বহু সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি যিনি আমার ডানদিকে বসেছিলেন উনি প্রথমেই জিজ্ঞাসার সুযোগ পান। তিনি এই প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি বার্তা দিতে চান? আমি তাকে বললাম বার্তা তো আপনি শুনেছেন। তিনি খোতবার রেকর্ড শুনছিলেন এবং অনুবাদও শুনছিলেন। আঁ হুজুর (সাঃ) এর পদমর্যাদা প্রসঙ্গে আমি বর্ণনা করেছি যে, তাঁর (সাঃ) এর মর্যাদা অতি উচ্চ এবং তাঁর (সাঃ) জীবনাদর্শ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুকরণ যোগ্য। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানদের পক্ষ থেকে দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ হওয়া একদিক দিক দিয়ে ঠিকই ছিল। কিন্তু কোন কোন জায়গায় তাদের পরিবেশন ভুল হচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিতে হুজুর (সাঃ) এর যে পদমর্যাদা , সেখানে বস্তবাদী মানুষের দৃষ্টি পৌছাতে সক্ষম নয়। এই কারণে বস্তবাদীদের এই অনুভূতি নেই যে এই কথায় আমাদের মন কতদূর ও কতখানি দুঃখিত হতে পারে। এ রকম গতিবিধি দুনিয়ার শান্তিকে নষ্ট করে। নিউজিল্যান্ডের একজন প্রতিনিধির এই কথার উপর বেশি গুরুত্ব দিল যে, "আপনি বড় কঠোর শব্দে বলেছেন তারা জাহান্নামে যাবেন।" এটা তো বড়ই কঠোর শব্দ আর আপনিও ঐ মানুষের সঙ্গী হয়ে গিয়েছেন । শব্দগুলো তো এই ছিল না কিন্তু তার অভিব্যক্তি থেকে এই অর্থই মনে হচ্ছিল কারণ তিনি বারংবার ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তাকে আমি বললাম ঐ সকল মানুষ যারা আল্লাহতা'লার প্রিয় ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে এমন কুকথা বলেন, এবং তাঁকে হাঁসি ঠাট্টা করতে থাকেন এবং বোঝানোর পরেও তারা বিরত হয় না এবং তাকে হাঁসি ঠাট্টার পাত্ররূপে চিহ্নিত করে তখন আল্লাহতা'লার ঐশ্বরিক শক্তিও কাজ করে এবং (ধ্বংস)ও আসতে পারে। আর ঐ সকল মানুষদেরকে আল্লাহ ধৃত করেন ---------। আমরা প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাহ্যিক বল প্রয়োগ এবং ভাঙচুর করাকে পছন্দ করি না আর আপনারাও কোন আহমদীকে দেখবেন না যে তারা এই প্রকার ঝগড়া ও বিবাদে অংশ নিয়েছেন। সংবাদ পরিবেশনকারীরা আমার এই অভিব্যক্তি খবরে দেখানোর পরে বিশদ বর্ণনা দেন যে এই জামাত মুসলমানদের একটি সংখ্যা লঘু জামাত এবং অপরাপর মুসলমানদের পক্ষ থেকেও তারা ভাল ব্যবহার পাননা সুতরাং দেখা যাক যে তাদের খলিফা যে বার্তা দিয়েছেন তার আওয়াজ এবং পয়গাম আহমদী মুসলমান ভিন্ন অন্যান্য মুসলমানদের উপর প্রভাব ফেলছে কিনা?-----

"নিউজ টাইম" যা এখানকার স্থানীয় চ্যানেল, তার প্রতিনিধি বলেন যে আমি এই ফিল্ম দেখেছি। তার মধ্যে তো এমন কিছু কথা নেই যার কারণে এত বেশি চিৎকার করে মুসলমানরা এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। আর আপনিও এর উপর বিশদ রূপে খোতবা দিয়ে দিয়েছেন এবং কোন কোন জায়গায় কড়া ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এত করুণ রসিকতা ছিল। ইন্নালিল্লাহে। এই তো ঐ সকল মানুষের নৈতিক অবস্থা। আমি তাকে বললাম যে জানিনা আপনি কিরূপে দেখেছেন এবং আপনার দেখার দৃষ্টি কতখানি? আঁ হুজুর (সাঃ) কে মুসলমানরা কি দৃষ্টিতে দেখে, তার (সাঃ) প্রতি মুসলমান জগৎ মনে কি প্রকার ভালবাসা আবেগ রাখে আপনি তা বুঝতে পারবেন না। আমি বললাম যে, আমি ফিল্ম দেখিনি ঠিকই কিন্তু যারা দেখেছে এক দুইটি ঘটনা তারা আমাকেও শুনিয়েছে যা সহ্যের বাইরে আর আপনি বলছেন যে এটা কোন ব্যাপারই না? এই কথা শোনার পর আমি ফিল্ম দেখার কথা চিন্তাই করতে পারিনা। এর ভিতর যা কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে শুনে রক্ত গরম হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম যদি আপনার পিতাকে কেউ গালি দেয়, গালমন্দ করে অপছন্দনীয় কথা বলে তার প্রতি আপনার ব্যবহার কিরূপ হবে? আপনি কি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন? আপনি কি তখন এটাকে ঠিক বলবেন? মুসলমানদের দৃষ্টিতে আঁ হুজুর (সাঃ) এর মর্যাদা এর চাইতে অনেক উচ্চে। সেই জায়গায় কেউ পৌছাতে পারবে না। ঐ সকল লোক নিজেদের অভ্যাসের কোন পরিবর্তন করছেই না আর করবেও না। সাধারণ মুসলমানরা যে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে এরা আরও বেশি আমাদের মনকে ব্যথিত করার প্রচেষ্টায় আছে। নিজেদের অশ্লীল ব্যবহারকে এরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রসার করে চলেছে। মাত্র দুই দিন পূর্বে স্পেনের একটি সংবাদ পত্রেও এই চিত্র অঙ্কন করে তা ছাপান হয় আর এ কথা বলা হয় যে, এটা তামাসাও বটে, আবার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার উত্তর ও

বটে। অতএব আমাদেরকে উক্ত ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ করার জন্যে সম্মানীত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের এ কথা বলা অবশ্যক যে, এই অন্যায় আচরণ পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করছে সুতরাং যতদূর সম্ভব তাদের স্বেচ্ছাচারী রীতিনীতির প্রকৃত সত্যতা কি তা পৃথিবী বাসীকে অবগত করানো দরকার।

রাণী ভিক্টোরিয়ার যখন হীরক জয়ন্তী হয়, তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) “তোহফা কায়সারিয়া” নামক একটি পুস্তক রচনা করে রাণীকে পাঠিয়েছিলেন। যেখানে তিনি (আঃ) রাণীর ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রশংসা করেছিলেন, আবার এই ইসলামের পয়গামও দিয়েছিলেন, আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক ও ধর্মীয় বুজুর্গ ও নবীদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আর একথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পদ্ধতি কি হওয়া উচিৎ। বর্তমানে যখন রাণী এলিজাবেথের ডায়মণ্ড জুবিলি হয় তখন পুস্তক “তোহফা কায়সারিয়া”র অনুবাদ প্রিন্ট করে সুন্দর কভার এর সহিত রাণী পাঠান হয়। রাণীর নির্দিষ্ট বিভাগ যাদেরকে আমার পত্র সহ এই পুস্তক উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উত্তরও পেয়েছি এমন কি জানানো হয়েছে যে, রাণীর নিজস্ব সংরক্ষিত পুস্তকাদির সহিত এটা রাখা হয়েছে এবং তা পড়বেন। যাই হোক তিনি পড়ুন বা না পড়ুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। বর্তমান পৃথিবীর এই অশান্ত পরিবেশ, সেই যুগেও ছিল বরং কিছু বিষয়ে বৃদ্ধিও পেয়েছিল। আর বর্তমানে এরা ইসলামের উপর ও আঁ হুজুর (সাঃ) এর চরিত্রের উপর আক্রমণ ও তাঁকে (সাঃ) নিয়ে হাঁসি ঠাট্টা করেই চলেছে এবং এই অপকর্মে আরও অধঃপতিত হচ্ছে--।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহতা'লার আদিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্ত জরুরি।

নবীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা সঙ্গে আনার দাবি করেন এবং তার জামাত উন্নতি করতে থাকে, তখনই সেই জামাত অথবা সেই লোকেরা যে খোদার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণিত হয়। অতএব খোদার পক্ষ থেকে আগমন কারীকে সম্মান জানানো প্রয়োজন যাতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নবীগণের মর্যাদা কি এই প্রসঙ্গে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর একটি উক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি-

“তিনি (আঃ) বলেন, সুতরাং এই নিয়মই খোদাতা'লার চিরন্তন নিয়মাবলীর অন্তর্ভূক্ত” (অর্থাৎ সেই নিয়ম যা পার্থিব রাজত্বেও কোন এমন কথা যা তারা বলেননি, তা তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হলে, তারা তা সহ্য করতে পারেন না । তাহলে আল্লাহ কিরূপে তা সহ্য করবেন? বলুন।) সুতরাং এই নিয়মই আল্লাহর চিরস্থায়ী নিয়মের অন্তর্ভূক্ত যে, তিনি (আল্লাহ) মিথ্যা নবীর দাবিদারকে অবকাশ দেননা। বরং অতিসত্বর সে ধৃত হয় এবং সাজা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই নিয়ম অনুযায়ী ঐ সকল মানুষদেরকে সম্মানের চোখে দেখা প্রয়োজন। আর তারাই সত্য মানব যারা কোন না কোন যুগে নবীর দাবি করেছেন। তারপর তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে তাদের বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে এবং দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে ও দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছে। এখন যদি আমরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে ভুল পাই অথবা তাদের মান্যকারীদের অন্যায় আচরণে লিপ্ত থাকতে দেখি, তাহলে এই মলিনতার দাগ তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার উপর লাগান আমাদের উচিৎ হবে না। কারণ পুস্তক বিকৃত হওয়া সম্ভব অনিচ্ছা সত্বেও ভুল ভ্রান্তি তফসিরে প্রবেশ করা সম্ভব। এক ব্যক্তি প্রকাশ্য আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেন এবং বলেন যে, আমি তাঁর (আল্লাহ) নবী এবং নিজের কথা উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে, “এ আল্লাহর কালাম” অথচ সে নবী নয়। আর তার কালামও আল্লাহর কালাম নয়। অথচ আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের মত অবকাশ দেয় (অর্থাৎ এত কিছু হওয়া সত্বেও আল্লাহ তাকে সুযোগ দেয়) এবং সত্যবাদিদের ন্যায় তার দোয়া পূর্ণ করেন এ কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অতীব সঠিক ও বরকতপূর্ণ এবং যদিও তা সন্ধির ভিত্তি স্থাপনকারী হয়। তথাপি আমরা এমন সকল নবীকে সত্যবাদি নবী মনে করি। যাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বয়স বৃদ্ধি হয়েছে এবং কোটি কোটি লোক সেই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নীতি অতীব শুভাকাঙ্ক্ষী । যদি সারা জগৎ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে হাজার ঝগড়া বিবাদ এবং ধর্মীয় অপবাদ যা মানব জাতির অশান্তির কারণ, তা দূরীভূত হবে। এ কথা পরিষ্কার যে যারা কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে সেই ব্যক্তির আজ্ঞাবাহী মনে করেন যা তাদের তাদের ধারণা মতে মিথ্যুক ও প্রতারক। তারাই বহু ফিৎনার ভিত্তি স্থাপনা কারী। এবং অরপাধ জগতের অপরাধি বলে পরিগণিত হয়। তারাই নবীর মর্যাদাহানিতে অশোভনীয় বাক্য উচ্চারণ করে এবং নিজের বাক্যাবলীকে চরম অশ্লীলতায় পৌঁছায়। আর শান্তিকামী ও সাধারণ মানুষের শান্তিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অথচ তার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং সে তার অশ্লীল বাক্যের দ্বারা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যাচারী বিবেচিত হয়। তিনি আল্লাহ যিনি অযাচিত অসীম দাতা পরম দয়াময়। তিনি কখনই চাননা যে একজন মিথ্যুককে অত্যাধিক উন্নতি দিয়ে দেয় এবং তার ধর্মের ভিত্তি মজবুত করে মানুষকে ধোকা দেয়। আর তিনি এ উচিৎ মনে করেন না যে, একজন ধোকাবাজও মিথুক হওয়া সত্বেও দুনিয়ার দৃষ্টিতে সত্য নবীর সমকক্ষ হয় অতএব এই নীতি অতীব প্রিয় এবং নিরাপত্তা ও শান্তির ভিত্তি স্থাপনকারী এবং চারিত্রিক অবস্থার উন্নতি সাধনকারী যে আমরা ঐ সকল নবীদেরকে সত্য মনে করি যারা এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাই তিনি ভারতেই আসুন বা চীনে বা অন্য কোন দেশে। কোটি কোটি মানুষের মনে আল্লাহ তার সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। আর বহু শতাব্দি ধরে ঐ ধর্ম চলে আসছে। এই সেই নীতি যা কোরআন আমাদের কে শিখিয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী যে সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন চরিত এই পরিচয়ের অধীনে এসে গেছে তাদেরকে আমরা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি তাই কোন হিন্দু ধর্মের হোক বা পারস্য ধর্মের বা চীন ধর্মের বা ইহুদী ধর্মের বা খৃষ্ট ধর্মের হোক না কেন।

পরিতাপ এই যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সহিত ঐ রূপ উত্তম আচরণ করতেই পারেনা কারণ আল্লাহর এই পবিত্রও অটল নিয়ম প্রসঙ্গে তারা অবগতই নয়, যে কোন মিথ্যা নবীর দাবীদারকে ঐরূপ বরকত ও সম্মান দান করা হয় না যা সত্যবাদী নবীকে দিয়ে থাকেন। মিথ্যা নবীর ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়না যেরূপ সত্যনবীর ধর্ম মজবুত হয় ও স্থায়ী হয়। এই ধারণা প্রসূত মানুষ যারা গোত্রীয় নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার শত্রু। কারণ কোন গোত্রের বুজুর্গদের গালি দেওয়ার চাইতে জঘন্যতম ফেৎনার কথা আর কিছুই নেই। এমনও সময় আসে যখন মানুষ তার নিজের জীবনও বিসর্জন দেওয়া পছন্দ করে, কিন্ত তার প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে কোন মন্দ কথা সহ্য করেনা। যদিও কোন ধর্মীয় শিক্ষার উপর আমাদের অভিযোগ থেকে থাকে, তথাপি অশালীন বাক্য দ্বারা তাদের নবীর সম্মানহানি করা আমাদের উচিৎ হবেনা। বরং সেই জাতীর সেই সময়ের কর্মের উপর অভিযোগ করুন (অর্থাৎ যদি কোন ভুল সেই জাতির মধ্যে থেকে থাকে তাহলে সেই জাতির ভুলের উপর অভিযোগ করুন নবীর উপর নয়।) স্মরণ রাখবেন যে নবী কোটি কোটি মানুষের কাছে সম্মানীত হয়েছেন এবং শত শত বৎসর ধরে যার সিলসিলা অবিরত চলে আসছে এইটা তার খোদা প্রদত্ত হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যদি তিনি খোদার প্রিয় না হতেন তাহলে এইরূপ সম্মান তিনি পেতেন না। মিথ্যুককে সম্মান দেওয়া এবং কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তার ধর্মকে প্রসার করা এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার মিথ্যা ধর্মকে সংরক্ষিত করে রাখা খোদার সুন্নত বিরোধী । সুতরাং যে ধর্ম পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে, প্রতিষ্ঠিত হবে, সম্মানীত হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে তা কখনও মিথ্যা হতে পারেনা। সুতরাং যদি সেই শিক্ষা সমালোচনার যোগ্য হয়, তার কারণ এই হবে যে, (তিনি তার তিনটি কারণ বলেছেন) এক নম্বর তাঁর নির্দেশের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। দুই নম্বর তাঁর নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিন নম্বর কারণ হল হতে পারে আমাদের আপত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। (একটা কথা বুঝতে পারলাম না অথচ আপত্তি করে দিলাম। যেমন আজকাল একজন উঠলেন আর আঁ হুজুর (সাঃ) এর চরিত্রের উপর দোষারোপ করে দিলেন। অথচ তিনি ইতিহাসও পড়েন নি, ঘটনাও জানেননা, কোরআনও বোঝেন নি। বলেন যে) সাধারনত লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু পাদ্রী সাহেব অজ্ঞতা বশত কোরআন শরীফের ঐ কথার উপর অভিযোগ করেন তওরাতে যাকে সঠিক এবং খোদার শিক্ষা বলে মান্য করা হয়েছে অতএব এমনই অভিযোগের মধ্যে তার নিজের ভুলে নিহিত থাকে। (পুনরায় বলেন) সারাংশ এই যে, পৃথিবীর মঙ্গল এবং শান্তি , পুনর্মিলন এবং খোদাভীতি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা ঐ নবীদের কখনও মিথ্যা বলব না, যাদের সত্যতা শত শত বৎসর ধরে কোটি কোটি মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর আদিকাল হতে আমাদের উপর আল্লাহর সাহায্য চলে আসছে। আমি বিশ্বাস করি যে, একজন সত্যান্বেষী সে এশিয়ার হোক বা ইউরোপের আমাদের এই নীতিকে পছন্দ করবেন এবং বলবেন যে, হায় আমাদের নীতি এমন কেন হল না।

(তিনি রাণীকে লেখেন যে) আমি এই নীতিকে এই কারণে মালিকা হিন্দ ও ইংলিশস্তানের (সেই সময় ভারতের উপর রাণীর রাজত্ব ছিল) সামনে প্রকাশ করছি যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই একমাত্র নীতি, যা আমাদের নীতি। ইসলাম গর্ব করতে পারে যে, এমনই পবিত্র আকর্ষণীয়

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alisIam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 5 Dec , 2019 Issue No.49

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নীতি সে নিজের সাথে রাখে। আমরা কি ঐ সকল ব্যক্তিদের অপমান করতে পারি? যাকে আল্লাহ তার অপার অনুগ্রহে এক বিরাট সংখ্যাকে অনুগামী করে দিয়েছে এবং শত শত বৎসর ধরে বাদশাহর মাথা যার সামনে নত হয়ে আসছে? আমাদের কি উচিৎ হবে আমরা আল্লাহর সম্পর্কে এই কুধারণা পোষণ করি যে, তিনি মিথ্যুককে সত্যবাদীর মর্যাদা দিয়ে, সত্যবাদীর মত কোটি কোটি মানুষের পথপ্রদর্শক বানিয়ে, তার আনিত ধর্মকে দীর্ঘস্থায়ী করে, তার সমর্থনে আসমানী নিদর্শন প্রদর্শন করে মানুষকে ধোকা দিতে চান? যদি খোদাই আমাদের ধোকা দিতে চান তাহলে আমরা সত্য এবং অসত্যের মধ্যে কিরূপে পার্থক্য করতে পারি? (তিনি আরও বলেন) এটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মিথ্যা নবীর মানও মর্যাদা গ্রহণীয়তা ও শ্রেষ্ঠতা এইরূপ প্রকাশিত হওয়া উচিৎ নয় যেমন সত্য নবীর হয়। মিথ্যুকদের পরিকল্পনাও এত জাঁকজমকপূর্ণ হওয়াও উচিৎ নয় যেমন সত্যবাদীদের কাজকর্মে হয়। এই কারণে সত্যবাদীর প্রথমত নিদর্শন এই যে আল্লাহতা'লার চিরস্থায়ী সাহায্য তার সঙ্গে থাকে এবং কোটি কোটি মনে তার ধর্মীয় চারাকে বপন করেন এবং স্থায়িত্ব দান করেন। সুতরাং যে নবীর ধর্মে আমরা এই ধরণের নিদর্শন পাব আমাদের উচিৎ হবে যে নিজের মৃত্যু ও নিরপেক্ষতার দিনগুলো স্মরণ রেখ এইরূপ সম্মানীয় পথ প্রদর্শককে প্রকৃত সম্মান ও ভালবাসা প্রদান করা। এইটাই সেই প্রথম নীতি যা আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যার দ্বারা আমরা বড় চরিত্রের অংশীদার হয়েছি।

(তোহফা কায়সারিয়া, রুহানী খাজায়েন, জিলদ ১২, পৃষ্টা ২৫৮-২৬২)

তিনি আরও বলেন যে, এমনই কনফারেন্স হওয়া উচিৎ যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তার নিজের ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করবেন। (তোহফা কায়সারিয়া থেকে চয়নকৃত, রুহানী খাজায়েন জিলদ ১২, পৃঃ-২৭৯)

এই সময় আমরা যদি দেখি, তো বাস্তবতার দিক দিয়ে ইসলামই পৃথিবীর প্রথম ধর্ম। সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম তো আছেই। এই কারণে অন্যান্য ধর্মের মানুষকে মুসলমানদের, সম্মান করা উচিৎ এবং হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর মর্যাদা অনুযায়ী তাদের সম্মান জানানোর চেষ্টা করা উচিৎ। অন্যথায় পৃথিবীতে বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হবে। অতএব আমরা যখন পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্মান করি তাদের বুজুর্গ ও নবীদের আল্লাহ প্রেরিত মনে করি, তা কেবল মাত্র ঐ সুন্দর শিক্ষার কারণে, যা কোরআন করীম ও হযরত মহম্মদ (সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন এতদসত্ত্বেও ইসলামের শত্রুরা হুজুর (সাঃ) এর প্রসঙ্গে অপছন্দনীয় বাক্য ব্যবহার করছেন। তা সত্তেও আমরা কোন ধর্মের নবীও তাদের সম্মানীয় বুজুর্গদের প্রতি অশ্লীল বাক্যালাপ বা হাসি ঠাট্টা করিনা। এরপরও মুসলমানদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে যে, এরাই অশান্তি সৃষ্টি কারী। প্রথমে তারা নিজেরা অশান্তি সৃষ্টির আচরণ করছে, তাদের আবেগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে এবং যখন তারা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে তখন বলছে যে মুসলমানরাই অত্যাচারী ।অতএব এদের বিরুদ্ধে সর্বদিক দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হোক--।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ঐ বার্তা যা আমি পড়েছি, বেশি বেশি প্রচার করুন যাতে বিশ্বাসী মানুষ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। বাহ্যদর্শী মানুষরা জানেই না যে হুজুর (সাঃ) এর মর্যাদা আমাদের হৃদয়ে ও একজন সত্যিকার মুসলমানের হৃদয়ে কতখানি? তাঁর (সাঃ) এর শিক্ষা ও বাস্তবিক জীবন কত মনোরম এবং তার মধ্যে কত সৌন্দর্য আছে। হুজুর (সাঃ) এর প্রতি একজন প্রকৃত মুসলমানের ভালবাসা কতখানি তা তারা অনুমান করতে পারবে না। আঁ হুজুর (সাঃ) এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ আজ থেকে ১৪শ বৎসর পূর্বে শুধুমাত্র হাসান বিন সাবিতই করেননি যে,

"কুন্তাস্সাওয়াদা লে নাযিরি ফা আমেয়া আলাইকান্নাযেরু মান শা আ বা'দাকা ফাল্ইয়ামুত ফা আলাইকা কুনতো উহাযেরু"।

অর্থাৎ 'হে মহম্মদ (সাঃ) তুমি আমার চেখের মণি ছিলে। আজ তোমার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমার মৃত্যুর পর এখন যে কেউ মরুক আমার পরওয়া নেই। আমার তো শুধু মাত্র তোমারই মৃত্যুর ভয় ছিল।'

হুজুর (সাঃ) এর মৃত্যুর পর হাসান বিন সাবিত (রাঃ) এই কবিতা পাঠ করেছিলেন। কিন্তু এই যুগেও হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর প্রতি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর গভীর প্রেম ও ভালবাসা আমাদের হৃদয়পটেও প্রেম ও ভালবাসার আলো জ্বালিয়েছে। তিনি (আঃ) এক জায়গায় প্রেম ভালবাসার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন। তার (আঃ) দীর্ঘ আরবী কবিতার মধ্যে কয়েকটি পংক্তি এই যে,

"কাওমুন রাআউকা ওয়া উম্মাতুন ক্বাদ উখবিরাত,
মিন জালিকাল বাদরিল্লাযি আসবানি"

(অর্থাৎ) এক জাতি তোমাকে দেখেছিল আর এক উম্মত তোমার খবর শুনেছে, সেই পূর্ণিমার চাঁদের যিনি আমাকে তাঁর প্রেমিক বানিয়েছেন।)

"ইয়াবকুনা মিন যিকরিল জামালি সাবাবাতান
ওয়া তায়াল্লুমাম মিনলাও আতিল হিজরানি"

(অর্থাৎ) ভালবাসার কারণে সে তোমার সৌন্দর্যকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে, এবং বিয়োগ ব্যাথার কারণেও বিলাপ করে।

"ওয়া আরাল কুলুবা লাদাল হানাজিরি কুরবাতান
ওয়া আরাল গুরুবা তুসিলুহাল আইনানি"

(অর্থাৎ) এবং আমি দেখছি যে, হৃৎপিণ্ড ব্যাকুলতার কারণে গলা পর্যন্ত এসে গেছে, এবং আমি দেখছি যে, চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করেই চলেছে।

(এই কাসিদা অনেকেরই বরং আমাদের বাচ্চাদেরও মুখস্ত আছে এই বিশাল কাসিদার শেষ পংক্তি এই যে)

"জিসমি ইয়াতিরু ইলাইকা মিন শওকিন আলা
ইয়া লাইতা কানাত কু'ওয়াতুত তয়রানী"

(অর্থাৎ) আমার শরীর তো প্রবল উন্মাদনায় তোমার দিকে উড়ে যেতে চায়। হায় যদি আমার ওড়ার শক্তি থাকত!

(অয়নাতে কামালাতে ইসলাম, রুহানি খাজায়েন, জিল্দ ৫, পৃঃ৫৯০-৫৯৪)

সুতরাং আমাদের তো হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর প্রেম ও ভালবাসার পাঠ পড়ানো হয়েছে। এই জগৎ পুজারী লোক বলছে যে, এটা কি এমন বিষয়? সাধারণ রসিকতা মাত্র। যখনই মানুষের নৈতিকতার এহেন অবনতি হয় যে তার উঁচুতে যাওয়ার পরিবর্তে নিচুতে চলে যায়, তখনই পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে। কিন্তু যেমন আমি বলেছি হুজুর (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক মানুষের সামনে খুব বেশি রাখার চেষ্টা করুন। সংক্ষিপ্ত এবং পরিপূর্ণ গ্রন্থ হল Life of Mohammad অথবা দিবাচা তফসিরুল কোরআনের সীরাত অংশ, যা সকল আহমদীদের পড়া উচিৎ। এর মধ্যে মহা নবী (সাঃ) এর জীবন চরিতের প্রায় সব দিকই বর্ণিত হয়েছে অথবা এ বলা যায় যে প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আর নিজের ক্ষমতা, ইচ্ছাও জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী তাঁর (সাঃ) এর অন্যান্য পুস্তক ও পাঠ করুন। আর জাগতিক বিভিন্ন পদ্ধতি, যোগাযোগ, প্রবন্ধও পামপ্লেটের দ্বারা আঁ হুজুর (সাঃ) এর সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ প্রসঙ্গে অবগত করান। আল্লাহতা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম এবং আদেশ পালন করার তৌফিক দান করুন। আর অল্লাহ জগৎ পূজারীদের এমনই সুবুদ্ধি দান করুন যেন তাদের মধ্য হতে বিবেকবান ব্যক্তিরা এই অনর্থক রসিকতাকারীদের অথবা শত্রুতা পোষণকারীদের প্রতিরোধ করুন যাতে করে পৃথিবী অশান্তি হতে রক্ষা পায় এবং আল্লাহর আযাব হতে বেঁচে যায়। আল্লাহ করুন যেন এমনই হয়। (প্রদত্ত খোতবা ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১২)

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir